কুসুম-হার।



প্রথম খণ্ড।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নাচন গ্রাম নিবাসী

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত।

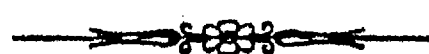
সন ১৩১৯ সাল।



মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী ষ্টীম-মেশিন যন্ত্র হইতে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র।



ভব-ভয়-ত্রাতা-ভব-কাণ্ডারী শিবরূপী মহামন্ত্রদাতা
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পবিত্র শ্রীচরণে
কবিতা কুসুম গ্রথিত এই হার খানি ভক্তি সহকারে
উৎসর্গ করিলাম।

(১)

শিবরূপী তুমি দেব সহস্রার দলে ;
পাতকীর ত্রাণ হেতু ভ্রমিছ ভূতলে।
ভব পারাবারে দেব তুমি হে কাণ্ডারী।
চরণ সরোজে তব প্রণিপাত করি ॥

(২)

জ্ঞানহীন দাস তব আজি শুভক্ষণে,
নবীন উদ্যমে মাতি বন্দি শ্রীচরণ।
ভক্তি সহকারে দেব তব শ্রীচরণে ;
ভক্তি উপহার এই করিছে অর্পণ ॥
তুমি গুরু কৃপা সিন্ধু, বিতরি করুণা বিন্দু,
নিজগুণে, এই অভাজনে।
ল'হ এই উপহার, কবিতা কুসুমহার,
নিবেদন করি শ্রীচরণে ॥

শ্রীচরণাশ্রিত সেবক

নাচন
১৩১৯।



শ্রীশ্যামাদাস।

বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হইতে যাহা সামান্য আয় হইবে তাহা জাতীয় বিদ্যালয়ের ও প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের ধর্ম্মশিক্ষার্থে ব্যয় হইবে। এবং ইহার প্রথম খণ্ড পাঠকগণের প্রীতিকর হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ইহার সমস্ত সত্ব আমার রহিল; প্রকাশকের কোনও সত্ব রহিল না।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।



প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীগুরু-সঙ্গীত।

(১)

সহস্রারে গুরু বিহরে।
কিবা অপরূপ রূপ ত্রিভুবন আলো করে ॥
রক্তাব্জ জিনিয়ে শ্রীচরণদ্বয়, ভক্ত-ভ্রমর হেরি মুগ্ধ হয়,
মম হৃদি সরোবরে হইয়ে উদয়, সর্ব্বভয় নাশ করে ॥
শিবরূপী সদা সহস্রার দলে, (আবার) মানব রূপেতে
ভ্রমেণ ভূতলে, ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা যাঁর শ্রীচরণ কমলে,
শোভিছে বরাভয় করে ॥
বাম ভাগে তাঁর কেও কামিনী, কি দিব উপমা ভুবনমোহিনী,
পাদ-পদ্ম যাঁর স্থলপদ্ম জিনি শোভা পায় তায় স্মবর্ণ নূপুরে ॥
শুভ্র মণিদাম দোলে সদা গলে,
শোভিছে কুণ্ডল কিবা শ্রুতিমূলে,
শ্যামাদাস বলে যাঁর কৃপা হলে জয়ী হব আমি সংসার-সমরে ॥

(২)

ত্বংহি গুরু কল্পতরু কৃপা কুরু মোরে।
তব কৃপা বিনে কেবা সিদ্ধি লভিবারে পারে ॥
ত্বংহি ব্রহ্মা ত্বংহি বিষ্ণু পূজিত চরাচরে ;
ত্বংহি শক্তি ভক্তি মুক্তি কাণ্ডারী ভবপারে ॥
ত্বংহি সারাৎসার প্রভু এ অসার সংসারে ;
ত্বংহি পরমাত্মা রূপী সর্ব্বজীবের অন্তরে ॥
ওহে গুণাকর, করুণাসাগর, কহে শ্যামাদাস কাতর অন্তরে ;
(আমার) পামর মানস ভৃঙ্গে রেখো সদা সহস্রারে।

কুসুম-হার।

প্রথম অধ্যায়।



আগমনী।

(১)

সুষুপ্ত ভারত, হইল জাগ্রত,
বৎসরান্তে আবার।
জগৎ হাসিল, আনন্দে ভাসিল,
শুভাগমনেতে যার॥

শুভ আগমন করিছে ঘোষণা
শুভ নহবত বাঁশী।
সুমধুর তানে গেয়ে মার নাম,
উথলে অমৃত রাশি ॥
সুখ সরোবরে সকলে সাঁতারে
দশভূজা মায়ে হেরি।
বাজিছে উল্লাসে সবাকার হৃদে
অতুল আনন্দ ভেরী ॥

(২)

ভারতের সুখ-সূর্য্য হইল উদয়,
উল্লাসিত আজি সব ভক্তের হৃদয়।
বসি পিক শাখী প'রে, কুহুরবে মনঃ হরে
ধীরে ধীরে প্রবাহিত সুগন্ধ মলয়;
শরতে শারদা সহ বসন্ত-উদয় ॥

(৩)

আহা কি শোভারে আজি ভারত-ভবনে,
বাজাতেছে নানা বাদ্য বাদ্যকরগণ
মাতিয়াছে মহোৎসবে আনন্দিত মনে,
করিছে সকলে মিলি পূজা আয়োজন ॥

নব সহকার শাখা বাঁধে চারি ধারে
দেবদারু নারিকেল শাখাদি সহিত।

রোপিয়া কদলীতরু প্রতিগৃহদ্বারে
করিছে সকলে দেবালয় সুশোভিত ॥

দশভূজা মূর্ত্তি মার করিয়ে গঠন,
সাজাইছে তাঁরে সবে রত্ন অলঙ্কারে।
কি সাধ্য আমার তাহা করিতে বর্ণন,
পঙ্গুজন হিমালয় লঙ্ঘিতে কি পারে?

সাধ্য যদি থাকে কারো নক্ষত্র গণনে,
কিম্বা নদী-বালুকণা পারে গণিবারে;
পারে মা কিঞ্চিৎ সে গো ওরূপ বর্ণনে;
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জন নাহি পারে ॥

বামন হইয়ে আশা চাঁদ ধরিবারে,
অন্ধ হয়ে সাধ যেন লিপি অধ্যয়নে।
মূক হয়ে সাধ যেন গান করিবারে,
তদ্রূপ আমার আশা ওরূপ বর্ণনে ॥

কিন্তু হলে তব দয়া সকলি সম্ভবে
অসাধ্য সাধন হয় তব কৃপা বলে।
কটাক্ষে প্রলয়, সৃষ্টি হয় তব শিবে,
তরিতেছে কত পাপী "দুর্গা দুর্গা" ব'লে।

পাগল, যে রূপ হেরে হয়েছেন হর;
বিধি বিষ্ণু ধ্যানে যাঁর অন্ত নাহি পায়।

ভকতি বিহীন আমি জ্ঞানহীন নর,
কেমনে বর্ণিব আজি সেই রূপ হায় ॥

দক্ষিণ চরণ শোভে কেশরী উপরে,
বাম পদতলে ওই হের না অসুরে।
ধন্য হে কেশরী তুমি বহু তপোবলে,
আশ্রয় পেয়েছ আজি মার পদতলে ॥

ব্রহ্মাদি পূজিত পদ কেশরী উপরে ;
দেবতা-দুর্লভ পদ লভিল অসুরে !
বুঝিনু ও হরি নয় হবে বুঝি হরি (১)
অসুর ও নয় বুঝি হবে ত্রিপুরারী ॥ (২)

নাচিতেছে পল্লীবাসী বালযুবাগণে,
সুসজ্জিত হয়ে তারা স্বদেশী বসনে।
উলু ধ্বনি করে যত কুলবালাগণ,
ভারত সন্তান সবে আনন্দে মগন ॥

পুত্রহীনা জননী আনন্দে মাতোয়ারা,
ভুলি পুত্রশোক হায় ক্ষণকাল তরে।

(১) "সিংহত্বং হরিরূপোসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ণসংশয়ঃ।
"পার্ব্বত্যা বাহন স্তংহি অতস্ত্বাং পূজয়াম্যহম্ ॥"
(২) "মহিষত্বং মহাবীরঃ শিবরূপঃ সদাশিবঃ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ক্ষমস্ব মহিষাসুর ॥"

পতি পত্নীহীন নরনারী আত্মহারা
হয়েছে আনন্দে মাগো তব পদ হেরে ॥

(৪)

মা'র শুভ আগমন এই মহোৎসবে ;—
দীন হীন বঙ্গবাসী,
ভুলি আজি দুঃখরাশি,
আনন্দে গাহিছে মার নাম উচ্চরবে ॥

বহুদিন পরে আজি জেগেছে ভারত ;
ভারত সন্তানগণ,
পূজিবারে শ্রীচরণ,:
নিদ্রাতুর ভ্রাতৃগণে করিছে জাগ্রত ॥

(৫)

তোরণ আকারে কতশত পুষ্পমালা,
শোভিতেছে প্রতিদ্বারে না যায় গণনা।
নিশি আগমনে নানাবিধ দীপমালা,
জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ না যায় বর্ণনা ॥

শোভিতেছে চন্দ্রাতপ মন্দির বাহিরে,
নানাবিধ অভিনয় হয় স্থানে স্থানে।
কেহ নাচে "মা! মা!" ব'লে আনন্দের ঘোরে,
আকাশে মিশিছে ধ্বনি সমীরণ সনে ॥

আজি কিবা কার্য্য ভাই বিবিধ আলোকে,
রূপের প্রভায় যার চপলা চমকে।
অজ্ঞান তিমির তিনি করেন হরণ,
সামান্য তিমির নাশে আলো কি কারণ ?

(৬)

বাজিতেছে কত বাদ্য শঙ্খ, ভেরি, তুরি,
দেবালয়ে দুর্গামার নাম গান করি।
সুমধুর তানে বাঁশী, বাজিতেছে অহর্নিশি;
যার গুণগানে হের আজি সে মগন ;
মত্ত হয়ে মা মা ধ্বনি করে অনুক্ষণ ॥

বাজ, বাঁশি আজি তোরে কে করে বারণ ;
কিন্তু কহি এক কথা রেখরে স্মরণ।
যদি ভাগ্যদোষে হায়, কেহ মাকে ভুলে যায়,
সুধাস্বরে মার নাম গাহিয়া আবার,
জাগাইও এই ভাব অন্তরে তাহার ॥

(৭)

করি বাঁশী সুধা মাখা মা'র নাম গান,
অনুক্ষণ কত সুধা করিয়া সে পান,
সানন্দে শ্রোতার কর্ণে করিতেছে দান,
সেই হেতু বাঁশীরব সুধার সমান ॥

কেহ ধূপ দীপ আনে কেহবা নৈবেদ্য,
ঢাক, ঢোল, শঙ্খ আদি বাজে নানা বাদ্য।
কি শোভা হয়েছে আজি মরি হায় হায় ;
হয়েছে ভারত ভূমি ত্রিদিবের প্রায় ॥

কুমুদ কহ্লার উৎপল শেফালিকা,
রক্ত শুক্ল করবীর জবা ও মল্লিকা।
অপরাজিতা টগর গাঁদা শতদ্রোন,
ইত্যাদি কুসুম সবে করে আহরণ ॥

অগুরু ও শ্বেত রক্ত ত্রিবিধ চন্দন,
কুঙ্কুম কর্পূর শঠী জটামাংসী আর ;
গাঁটিয়ালা গোরোচনা করি অন্বেষণ,
ভক্তগণ দেন গন্ধ বিবিধ প্রকার ॥

জবা কোকনদ আদি তুলিয়া যতন
মহামহোৎসবে মাতি যত ভক্তগণ,
সমর্পিছে ভক্তিভাবে ও রাঙ্গা চরণে।
বলিদান করি সবে আনন্দে মগন ॥

ভক্তিভরে কর জোড়ে যত ভক্তগণে
পূজিছে ত্রিদিবা সেই ত্রিলোক-তারিণী।
ছাগ মেষ মহিষাদি কত বলিদানে,
ঘন ঘন মা মা শব্দে কম্পিতা মেদিনী ॥

বলিপ্রিয়া বলিরতা দুর্গে দাক্ষায়ণী,
বলিদানে তুষ্ট তুমি হও গো জননী !
তাহে মা যত্নেক তব ভারত সন্তান
ছাগাদি অনেক পশু করে বলিদান ॥

কিন্তু স্থূলদর্শী যারা তারাই কেবল,
পশুগণে বলি রূপে করে সম্প্রদান।
তত্ত্বজ্ঞানীগণে তাহে হয়েন চঞ্চল,
বাহ্য পূজা ত্যজি হৃদি পূজিবারে চান

পুষ্পাঞ্জলি ।

(১)

পূজিছে ভারতবাসী আজি মা তোমায়,
অর্পি নানা উপহার তব রাঙ্গা পায় ।
দীন হীন আমি মাগো কি দিয়া পূজিব ;
তব যোগ্য উপহার কোথায় পাইব ॥

হৃদয়-সরোজে মম বস শবাসনা,
অশ্রু দিয়ে ধৌত করি ও রাঙ্গা চরণ ।
দেহস্থ আকাশে পুষ্প করেছি কল্পনা,
করিব নিঃশ্বাস বায়ু ধুপ সমর্পণ ॥

আছে মা হৃদয়ে অগ্নি দীপ হবে তোর,
হৃদয়স্থ সুধাম্বুধি হইবে নৈবেদ্য ।
আছে মা সকল দ্রব্য কি ভাবনা মোর,
ষড় রিপু দিব বলি করি গাল বাদ্য ॥

হইয়াছে কিন্তু মোর অসির অভাব,
ভাগ্য হীন আমি কিসে করি বলিদান ।
স্বভাবে ত্যজিয়ে আজি কৃপণতা ভাব,
এলোকেশি জ্ঞান-অসি কর সম্প্রদান ॥

কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হ'তে ভক্তি,
ভক্তি হতে মুক্তি হয় জানি মা বেদোক্তি।
কর্ম্মহীন আমি হায় কি উপায়ে তরি,
কাণ্ডারী বলেছে মোরে তব নাম তরী ॥

(২)

মন সখা সনে সদা তব নাম করি।
নাহি জানি স্তব স্তুতি, কি হবে আমার গতি,
নিরুপায় হয়ে আমি তব নাম স্মরি।
দুর্গে ভব-পারাবারে, করুণা করিয়ে মোরে,
জ্ঞানহীন অধমে দিও মা পদ-তরী ;
মানস মুকুরে যেন তব রূপ হেরি ॥

অভাগার পূজা ক্রম শুন মা শঙ্করি !
তব নাম মম মন্ত্র, গুরু উপদেশ তন্ত্র,
মন্ত্র মোর শ্রীগুরুর অভয় চরণ।
দিব তোরে উপহার, ভকতি কুসুম-হার,
গুরু ধ্যানোদ্যান মাঝে করিয়ে চয়ন ;
হয় নাই প্রস্ফুটিত তাই হয় দেরি ॥

(৩)

কর মা সেচন, জ্ঞানরূপ বারি,
মোর হৃদি তরুমূলে।
ভক্তি পুষ্প তাহে হবে প্রস্ফুটিত
যাহে মোক্ষ ফল ফলে ॥

এই বিশ্বতরু　　　　পাপ ফলে ভরা
শাখা অপকর্ম্মচয়।
ইন্দ্রিয় নিচয়　　　　হায় পত্র তার
মদন প্রসূন হয়॥
মায়ারূপালতা,　　　　সে তরু বেষ্টিতা
কাম পুষ্প প্রস্ফুটিত।
হেরিয়ে সে পুষ্প　　　　সতত জননি
হইতেছি বিমোহিত॥

(৪)

স্মর হানে নিজ শর,　　শিবে মোরে রক্ষা কর,
শ্রীচরণে লইনু শরণ।
ভবে কোন ভয় আর, থাকে না মা সে জনার,
তব নাম সে করে স্মরণ॥

(৫)

ভীষণ সংসার-কূপে হয়েছি পতিত,
দুঃখ-সর্প যথা হায় ভ্রমে শত শত।
বিস্তৃত করিয়ে তারা বিকট বদন,
নিয়ত আমারে মাগো করিছে দংশন।

না! না! মা সংসার বটে অতল সাগর,
ভ্রমে যথা কালরূপ কুম্ভীর হাঙ্গর।
বিস্তৃত করিয়ে তারা বিকট বদন,
গ্রাসিতে আসিছে শিবে কর নিবারণ॥

(৬)

নিজ গুণে দশভুজা, লহগো মা মোর পূজা,
কহে দাস জোড় করি কর।
পূজিতে তোমার শক্তি, * নাহি মা আমার শক্তি,
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর ॥

(৭)

পূজিলে ও রাঙ্গা পদ সর্ব্বাপদ যায়।
দুর্দ্দান্ত মহিষাসুর, জিনি যবে স্বর্গপুর,
সদর্পে লভিল হায় ইন্দ্র সিংহাসন ;
দেবগণ সকাতরে, সকলে পূজিলে তোরে,
দশভুজা হয়ে তারে করিলি নিধন।
তব কৃপা বলে ইন্দ্র পুনঃ রাজ্য পায় ॥

পূজিলে ও রাঙ্গাপদ যায় সর্ব্বশোক।
পূর্ব্বে ছিলা মহাতেজা, সমাধি সুরথ রাজা,
দশভুজা পূজা যাঁরা প্রকাশে ধরায়।
ভক্তি ভরে দুর্গে তোরে, পূজি নানা উপহারে,
শত্রুহস্তগত রাজ্য পায় পুনরায়।
অন্তে গেল দেবীলোকে করি সুখভোগ ॥

---

* "শক এই শব্দ ঐশ্বর্য্যবাচক এবং তি এই শব্দটি পরাক্রমবাচক, সুতরাং যিনি ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম স্বরূপ হইয়া ঐ উভয়কে প্রদান করেন, তাঁহার নাম শক্তি।"

অকাল-বোধন।

(১)

শিবে ভব ভয়হরা, তুমি সদানন্দ দারা,
কত খেলা খেল ভক্তে লয়ে।
বরপুত্র দশাননে, বিনাশিলে কি কারণে,
ত্রিলোকের আধিপত্য দিয়ে॥
বসন্তের সমাগমে, মহাধূমে লঙ্কাধামে,
দশানন পূজিত তোমায়।
তুমি দুর্গে করে ছল, দিলে তারে প্রতিফল,
করিলে মা নির্ব্বংশ তাহায়॥

(২)

জানকী হরিয়ে যবে সেই দশানন,
অশোক কানন মাঝে রাখিল তাহায়;
সন্ধান পাইয়ে তাহা শ্রীরঘুনন্দন,
কপি সঙ্গে নানা রঙ্গে আইলা লঙ্কায়॥

(৩)

ভীষণ সমরানল জ্বলিল তথায়।
দশানন রণাঙ্গণে, ক্লান্ত হয়ে রাম বাণে,
"কোথা দুর্গে" বলে যবে ডাকিল তোমায়।

কর্ণে না শুনিলে তাহা, তব কি পাষাণ হিয়া,
অটল অচল সম রৈল্য বসি হায় ;
অচল-নন্দিনী তার হলে না সহায় ॥

ধিক্ শক্তি তোর শক্তি ধিক্ তোর অসি !
নাহি তোর পুত্র-স্নেহ, মা মা বলি আর কেহ,
ডাকিবে না তোরে বুঝি ভুবন ভিতর।
বিপদেতে কেহ কার, তুই বিনে নাহি আর,
রাবণ ডাকিল তাই হইয়ে কাতর ॥
কিন্তু তুমি কি মা রহিলে নিশ্চিন্তে বসি ?

(৪)

না ! না ! ভক্তবৎসলে, ভক্ত হেতু সেই কালে,
কেঁদেছিল বড় তব প্রাণ।
তীক্ষ্ণ অসি ধরি করে, তুমি "মাভৈ মাভৈ" করে
অভয় করিলে তারে দান ॥

(৫)

সম্ভব কি হয়, কাঁদিলে তনয়,
স্থির হয়ে থাকে মাতা ?
কাঁদিলে সন্তান, কাঁদে মার প্রাণ
মর্ম্মস্থলে পায় ব্যথা ॥

ধরি তীক্ষ্ণ অসি উন্মাদিনী প্রায়,
যাইয়ে সে রণস্থলে,
জুড়াইলে আহা! সন্তাপিত হিয়া,
প্রিয়ভক্তে লয়ে কোলে ॥

(৬)

কার সাধ্য করে রণ, তব ক্রোড়ে দশানন,
রাঘব ত্যজিলা ধনুঃশর।
হইলেন আত্মহারা পড়ে কত অশ্রুধারা
স্তব করে জোড় করি কর ॥
"সুদুর্লভ যোগমার্গে, ভবভয়হরা দুর্গে
অরি মম ক্রোড়ে তব রয়।
দেবগণ তার ভয়ে ভীত সদা দেখ চেয়ে
দুষ্টেরে নাশিলে যাবে ভয় ॥
ওই দেখ কাঁদিতেছে, অশোক কানন মাঝে,
প্রাণপ্রিয়া জনক-নন্দিনী।
মূর্চ্ছিতা "হা নাথ" বলি, কেমনে দেখিছ কালি,
সতি পতি-ভক্তিপ্রদায়িনী!
কেন রণ-সাজে সাজি, রণাঙ্গণে তুমি আজি,
কেন তব ক্রোড়ে দশানন?
ত্যজ তারে শিব-সতী, উদ্ধারি জানকী সতী,
দুষ্টে আজি করিয়ে নিধন ॥"

উত্তরিলে তুমি তাঁরে "কেবা হেন শক্তি ধরে,
প্রিয় ভক্তে করিবে নিধন !
ধরিয়াছি অসি আমি, রক্ষিবারে লঙ্কাস্বামী,
সাধ্য যদি থাকে দেহ রণ ॥

(৭)

কে যুঝিবে তব সনে বল মা শঙ্করি !
ত্বংহি সর্ব্ব-শক্তি-দাত্রী, জগৎ-পালন কর্ত্রী,
বিশ্ব-প্রসবিনী কেন কহ হেন কথা।
কিন্তু যদি ভক্তগণে, তোরে ভক্তিবাণ হানে,
তখন জননি প্রাণে পাও বড় ব্যথা ॥
ভক্ত স্থানে পরাজিতা ত্বংহি শুভঙ্করী ॥

সর্ব্ব-শক্তি-দাত্রী তুমি তন্ত্রে বলে শিব।
ব্রহ্মারে সৃজন-শক্তি, মহেশে সংহার-শক্তি,
কেশবে পালন-শক্তি প্রদান করিলে।
কুণ্ডলিনী শক্তি হীন, * হন যদি পঞ্চানন,
শব প্রায় পড়ে থাকে তব পদ তলে ॥
রাঘবে যুঝিতে বল একি অসম্ভব !

* "শক্তিং বিনা মহেশানি ! সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবী শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ ॥"

(৮)

আদ্যাশক্তি সনে, যুঝে হেন শক্তি,
কার আছে ত্রিভুবনে।
চরণ কমলে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভব,
পুনঃ লয় ও চরণে॥

(৯)

রণে ভঙ্গ দিয়ে তবে, রঘুমণি মনোক্ষোভে,
শিবিরেতে হৈলা আগুয়ান।
"জয় দুর্গা" জয়োল্লাসে, উচ্চারিয়ে নিজবাসে,
দশানন করিলা প্রস্থান॥

(১০)

শোকাকুল রঘুমণি কহে বিভীষণে,
"হইল না বুঝি আর জানকী উদ্ধার;
সদয়া যে জগন্মাতা দুষ্ট দশাননে;"
বিভীষণ কহে "সখা কি ভয় তাহার?

(১১)

"দুষ্ট দশানন, করেছে বন্ধন,
ভকতি পাশেতে তাঁরে।
নানা উপহারে তুমি রঘুমণি,
ভক্তিভরে পূজ মারে॥

দয়াময়ী মাতা প্রকাশিবে দয়া
বন্ধপাশ ছিন্ন হবে।
অবহেলে তবে রাবণে নাশিয়ে
জানকীরে উদ্ধারিবে॥"

(১২)

বিভীষণ বাণী শুনি শ্রীরঘুনন্দন,
করিলা অকালে মার পূজা আয়োজন।
অঞ্জনানন্দন আনে সুনীল কমল,
অষ্টোত্তর শত সংখ্য অতি সুকোমল॥

(১৩)

গঙ্গোদকপূর্ণ হেম কুম্ভ এক,
রাখিলা সম্মুখে তাঁর।
বাঞ্ছিত নীলাব্জ, রাখিলা পার্শ্বেতে,
অর্পিতে চরণে মার॥
গণ্ডস্থল বাহি, পড়ে অশ্রুধারা,
মরি মরি মরি আহা!
জোড় করে কত, করিলেন স্তব,
না যায় বর্ণনা তাহা॥

(১৪)

কিন্তু তুমি মহামায়া অত্যন্ত পাষাণী;
হ'ল না করুণা তায় পাষাণনন্দিনী।

সংকল্পিত যত পদ্ম তোমার কারণ,
তুমি মা একটী তার করিলে হরণ ॥

(১৫)

দেখিয়ে রাঘব কাঁদিয়ে আকুল,
বুঝি নাহি কুল আর।
অকুল পাথারে, ভাসায়ে তাঁহারে,
দিলে প্রতিফল তার ॥
বালুকাদিপূর্ণ, মরুভূমি মাঝে
থাকয়ে কি কভু জল ?
রাম কৈল পূজা, তোরে দশভূজা,
আঁখিজল তার ফল !
বল মোরে শিবে, তাঁরে কোন পাপে
ভাসাইলে আঁখিনীরে।
কাঁদিয়ে কি যায় জনম তাহার
যে জন ডাকয়ে তোরে ॥
যদি বল তুমি পুত্রশত্রু যেবা
মাতৃশত্রু সেইজন।
ভক্ত পুত্র সম বিচারিলে মনে
পুত্র তব দশানন ?
তোমার সন্তান নহে কি রাঘব
বল বল শিবে মোরে ?

প্রসবিলে তুমি বিরিঞ্চি বিষ্ণুরে
আদিদেব মহেশ্বরে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম রাম কাঁদিলেন তিনি
কেমনে হেরিলে শিবে ?
বিস্মৃতাত্মা হায় শাপহেতু তিনি
পরিচয় কিসে দিবে ॥
তুমিত সর্ব্বজ্ঞা তবে কেন তুমি
তাঁহারে হইলে বাম ?
ভক্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই কি জননি
রিপু হলো তব রাম ?
ক্ষণকাল পরে ভবে রঘুমণি
বিচারিলা নিজমনে।
কমলাক্ষি মোরে কহে সর্ব্বজন
দিব আঁথি কাটি বাণে ॥
এত বলি রাম নিল ধনুর্ব্বাণ
উদ্যত কাটিতে আঁখি।
হলে কি পাষাণী তখন জননি
তব প্রতি ভক্তি দেখি ॥
ধরি তাঁর করে তুমি মা কাতরে
কহিলে মধুর বাণী !
"ভক্তির পরীক্ষা হইয়াছে শেষ
শুন ওহে রঘুমণি ॥

হইনু সন্তুষ্ট আমি হে রাঘব
যাহা ইচ্ছা লহ বর।”
কহিলা রাঘব “যদি দিবে বর
ত্যজ তুমি লঙ্কেশ্বর॥”
“তথাস্তু” বলিয়ে অন্তর্ধান হ’লে
হৃষ্ট চিত্ত সীতাপতি।
ভীষণ সমর বাধিল আবার
ভয়ে কাঁপে বসুমতী॥
তীক্ষ্ণ বাণ রাম মারেন রাবণে
জর্জ্জরিত লঙ্কেশ্বর।
ভয়ে দশানন কহে উচ্চৈস্বরে
“কোথা দুর্গে রক্ষা কর।”
শুনিলে না কথা; হ’ল না মা ব্যথা,
যত ডাকে দশানন।
ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপি বধিলেন তাঁরে
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
বল মোরে শিবে তুমি কোন্ পাপে
তেয়াগিলে দশাননে?
ভক্ত দশানন তোমা বিনে দুর্গে
অন্য কিছু নাহি জানে॥
দুষ্ট দশানন জানকী সতীরে
ভাসাইল আঁখি নীরে।

হেরিতে না পারি সতী আঁখি জল
ত্যজিলে কি সতি তাঁরে ?
ক্লান্ত রাম বাণে যবে রক্ষোরাজ
ডাকে "রক্ষ দুর্গে" ব'লে।
কেন গো জননী হইলে পাষাণী
নিলে নাহি তারে কোলে ?
শুনগো জননি পাষাণনন্দিনী
তবে কে পূজিবে তোরে ?
প্রিয় ভক্তে তব নাশে অন্য জনে,
হায় দুর্গে তব বরে !
না ! না ! দয়াময়ি ভক্তবৎসলে
কে বুঝিবে তব লীলা।
ভক্তেরে লইয়ে সদানন্দময়ি
কর গো মা কত খেলা ॥
ব্রহ্মশাপ হেতু উদ্ধারিতে তাঁরে
ধরাতলে অবতার।
অপূর্ব্ব কাহিনী সে গুপ্ত রহস্য
কে বুঝিবে মা তোমার ॥
সীতারূপে হায় করিলে ক্রন্দন
তুমি মা অশোক বনে।
রামরূপে তুমি ধরি ধনুর্ব্বাণ
নাশিলে গো দশাননে ॥

যেবা তব ভক্ত কার সাধ্য হেন
করিবে অনিষ্ট তাঁর।
ভক্তবৎসলে বুঝিনু এখন
জগতে ভকতি সার॥
ভক্তের হৃদয়ে কভু শত্রুভাব
কিম্বা থাকয়ে কি দ্বেষ।
থাকিলে সে ভাব পারে কি লভিতে
তোমার দয়ার লেশ॥
যদি বলে লোকে "দুষ্ট দশানন
কেমনে লভিল দয়া"।
পরম পণ্ডিত লঙ্কা অধিপতি
দয়া ভক্তি পূর্ণ হিয়া॥
যখন যে কাজ করিতেন তিনি
অর্পিতেন তোরে ফল।
"যা করাও তুমি তাহা করি আমি
ছিল তার এই বল॥
শাপে উদ্ধারিতে নরে শিক্ষা দিতে
করাইলে দুষ্ট কাজ।
নহে পাপভাগী "যা করাও দুর্গে"
কহিতেন লঙ্কারাজ॥
ব্রহ্মশাপ ভ্রষ্ট ভক্ত দশানন
তাঁহারে করিলে ত্রাণ।

দয়াময়ী মাতঃ অবিজ্ঞ মানবে
সুনীতি করিলে দান ॥
অতিশয় কিছু নাহি হয় শুভ
শিক্ষা দিলে তুমি নরে ।
কি হয় অন্তিমে সদা সতীজনে
ভাসাইলে আঁখি নীরে ॥

(১৬)

শক্তি উপাসক হয়ে নিন্দে যে বিষ্ণুরে,
তব দয়া সেইজন লভিতে না পারে। *
দশানন ভক্তিভরে, পূজি নানা উপহারে,
দ্বেষভাব হেতু হায় সবংশে মজিল ;
তাঁর প্রতি তাই তব ক্রোধ উপজিল ॥

(১৭)

তুমি নানা মূর্ত্তি ধরি, ধরাতলে অবতরি
কত শিক্ষা দাও মা মানবে ।
হয়ে তুমি মা অর্পণা কাশীধামে অন্নপূর্ণা
দূর কর ভব-ক্ষুধা শিবে ॥

* "শক্তি নারায়ণো ব্রহ্মঃ ত্রয়স্তুল্যার্থ বাচকাঃ ।
শব্দ মাত্র বিভেদো হি ন তু ভেদঃ কচিদ্ভবেৎ ॥"

(১৮)

দুর্গে দুঃখহরা, সদানন্দ-দারা
অভাজনে দয়া কর।
থাকে যেন মতি তব গুণ গানে
দয়াময়ি দেহ বর॥

দেবীনামাবলী স্তোত্র।



(বর্ণমালানুসারে)

অদ্রিজা অবিদ্যা অর্পণা অন্নদা
অপরাজিতা অভয়া।
অসীতবরণী অসুরনাশিনী
অম্বা আশুতোষ জায়া॥
অশিবনাশিনী অপবর্গদাত্রী
অন্তরাত্মা স্বরূপিনী।
ঈশানী ঈশ্বরী উগ্রচণ্ডা উমা
এলোকেশী কাত্যায়নী॥
কপর্দ্দীকামিনী কুমারজননী
কালী কঙ্কাল-মালিনী।
কলুষহারিণী ক্লেশনিবারিণী
ত্বংহি কুলকুণ্ডলিনী॥
কালভয়হরা কৃত্তিবাস দারা
করুণাময়ী-কেশিনী।
কৈটভনাশিনী কৈলাসবাসিনী
কাম্যা, কৃতান্তদলনী॥

গণেশজননী গিরীন্দ্র দুহিতা
গৌরী গজেন্দ্রগামিনী।
গজাননমাতা জয়মা গিরিজা
ত্বংহি গায়ত্রী-রূপিনী॥
চন্দন চর্চ্চিতা চঞ্চলা চণ্ডিকা
চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।
চতুর্ব্বর্গদাত্রী চামুণ্ডা চিন্ময়ী
ছিন্নমস্তা স্বরূপিনী॥
জয় জগদ্ধাত্রী জগ-জনয়িত্রী
জয় জটাধর-জায়া।
জগৎজননী জীবাত্মারূপিনী
জ্যোতির্ম্ময়ী জবাপ্রিয়া॥
তুমি ত্রিলোচনী ত্রিশূলধারিণী
তারা ত্রিলোকতারিণী।
ভবের তরঙ্গে তুমি মা তরণী
ত্বংহি ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
দশমহাবিদ্যা দুর্গে দাক্ষায়ণী
দক্ষিণা দৈত্যবারিণী।
দেবী দয়াময়ী ত্বংহি দশভূজা
দিগম্বরী দৈত্যনাশিনী॥
ধীরা ধূমাবতী ত্বংহি ধরাধাত্রী
ত্বংহি নগেন্দ্রনন্দিনী।

নাগ-বিভূষণা নিত্যানন্দময়ী
ত্বংহি নির্ব্বাণদায়িনী ॥
পার্ব্বতী প্রকৃতি, * প্রলয়কারিণী
পরমাত্মাস্বরূপিনী।
পতিতপাবনী প্রণবস্বরূপা
পিতৃকানন † বাসিনী ॥
ভক্তবৎসলা ত্বংহি ভগবতী
ভবভয়নিবারিণী।
জয় ভদ্রেশ্বরী ত্বংহি ভয়ঙ্করী
জয় মা ভব-ভাবিনী ॥
জয় ভদ্রকালী ত্বং ভুবনেশ্বরী
জয় ভূতেশসঙ্গিনী।
ভৈরব ভবানী মঞ্জিরধারিণী
জয় মা মুণ্ডমালিনী ॥
জয় মহাবিদ্যা মধুপানোন্মত্তা
ত্বংহি মন্ত্রবাসিনী।

* "প্র অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা আদি এবং কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টি, সুতরাং যিনি সৃষ্টির আদি, তাঁহার নাম প্রকৃতি। অথবা বেদে প্রশব্দে আদিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বুঝায় এবং কৃ শব্দে রজোগুণ এবং তি শব্দে তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং যিনি ত্রিগুণস্বরূপিনী, তিনিই প্রকৃতি।"

† শ্মশান

মহিষমর্দ্দিনী মরুৎরূপিনী
মহাপ্রলয়কারিণী ॥
মাণিক্যভূষিতা মেনকা-দুহিতা
মূল প্রকৃতি মোহিনী।
মহাকাল কান্তা মাতঙ্গী মাতৃকা
জয় মশানবাসিনী ॥
জয় যোগমায়া যোগেশের জায়া
যোগাত্মা যোগবাসিনী।
রূপসী রেবতী জয় রক্তদন্তী
রবিজ ভয়বারিণী ॥
ত্বংহি রণোন্মত্তা রক্তবীজ-হন্ত্রী
রজতগিরিবাসিনী।
ত্বং লোলরসনা জয় লোকমাতা
ত্বং লম্বোদরপালিনী ॥
বাসন্তী বিজয়া জয় বিশালাক্ষী
ত্বং বারাণসীবাসিনী।
ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতি ব্রহ্মস্বরূপিনী
জয় মা বিশ্বজননী ॥
বাৎসল্যময়ী বিভীষিকাহরা
বরদা বিন্ধ্যবাসিনী।
বিপক্ষমর্দ্দিনী ব্যসনহারিণী
ত্বং বিঘ্নহর-পালিনী ॥

শৈলজা শর্ব্বাণী শাত্রব নাশিনী
শিবদাত্রী শুভঙ্করী।
শার্দ্দূলবাহিনী শ্মশানবাসিনী
জয় শারদা শঙ্করী॥
শৈলরাজসুতা শৌরী পূজিতা
জয় মা শ্যামা শিবাণী!
শিব-সিমন্তিনী শ্মশানবাসিনী
শমন-শঙ্কাবারিণী॥
জয় শাকম্ভরী জয় শবাসনা
শুক্রশিষ্যবিনাশিনী।
শ্রীকণ্ঠ প্রসূতা শ্রীখণ্ড চর্চ্চিতা
শিবে শ্রীকান্ত-জননী॥
জয় মা ষোড়শী ষটচক্রস্থিতা
ষড়ানন-প্রসবিনী।
জয় সিদ্ধবিদ্যা সুরেন্দ্রসেবিতা
সুরেশ্বরী সনাতনী॥
সাবিত্রী সারদা সন্ধ্যাস্বরূপিনী
সুবচনী-সিদ্ধেশ্বরী।
ত্বং সিংহবাহিনী সদানন্দ-দারা
সর্ব্বময়ী সর্ব্বেশ্বরী॥
স্বয়ম্ভূ পূজিতা স্বাহা-স্বরূপিনী
সাধক সিদ্ধিদায়িনী।

ত্বং সর্ব্বমঙ্গলা সংহারকারিণী
সচ্চিদানন্দরূপিনী ॥
জয় হরপ্রিয়া সতী হৈমবতী
ত্বং হিমালয় দুহিতা।
জয় হরিণাক্ষী হয়গ্রীবহরা
হৈম-বলয়-ভূষিতা ॥

বিজয়া দশমী।

(১)

আনন্দ পূরিত হায় ভারত ভিতরে,
কেন শুনি আজি হেন রোদনের ধ্বনি।
মগন সকলে কিবা বিষাদসাগরে
হইয়াছে সবে যেন মণিহারা ফণি ॥

আহা যে ভারত মার শুভ আগমনে,
ত্রিদিবা ত্রিদিব সম হয়েছিল হায়।
কেন রে বিষাদ স্রোত বহি সেই স্থানে,
ভারত সন্তানে আজি স্ববলে ভাসায় ॥

জন কোলাহল পূর্ণ ছিল দেবালয়,
বাদ্যভাণ্ড কেন নাহি বাজেরে এখন ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তমোময়,
ভাঙ্গিল কি তবে আজি সুখের স্বপন !

আনন্দ তুফানে সবে ভাসিছিল হায়,
বিষাদ-সাগরে আজি করিলা মগন
দশমী প্রচণ্ড বায়ু বহিয়ে তথায় ;
তাই কি ভারতবাসী করিছে ক্রন্দন ?

দশমী রাহু কি আনন্দ সূর্য্যের
আসিয়ে করিল গ্রাস ?
তাই কি ভারত অন্ধকার হেরি
পাইয়াছে মনে ত্রাস !
করি বিসর্জ্জন প্রতিমূর্ত্তি মার
ভাসে সবে আঁখিনীরে ॥
মুখে নাহি কথা অন্তরেতে ব্যথা
কর দিয়ে আছে শিরে ॥
আহা কি আনন্দ আরম্ভ যে দিনে
হৈল মা বোধন তব।
কাল দশমীতে মাতৃহারা সবে
হেরি যেন সবে শব !
বুঝিনু সংসারে চিরদিন কিছু
নাহি থাকে বিদ্যমান।
সুখ দুঃখ দোঁহে রথ চক্রাকারে
সদা হয় ঘূর্ণমান।
হের গো জননি নিবেদি তোমারে
ধরি তব রাঙ্গা পায়।
ভারত কেমন বিষাদ সাগরে
সাঁতার দিতেছে হায় ॥
হের গো ভারতি ভারতের আজি
দুর্দ্দশা হয়েছে কিবা।

ডাকে মা! মা! বলে ভাসে আঁখি জলে
নাহি জ্ঞান রাত্রি দিবা॥
মাতৃহীন শিশু ডাকি প্রাণ ভরে
মা মা বোলে মাতোয়ারা।
বুঝিয়াছে আজি কতেক যন্ত্রণ
হলে হায় মাতৃহারা॥
কেন গো জননি না দেও উত্তর
পাষাণী হলে কি তবে?
সহজেতে দয়া নাহি হয় তব
জানিলাম এবে সবে॥

(৩)

এস তবে ভ্রাতৃগণ করি মার সনে রণ,
ভকতি পাশে বাঁধি তাঁরে।
সদা হয়ে সাবধান হানি গুরুদত্ত বাণ
দেখি মাতা যায় কি প্রকারে॥

(৪)

কে বলে হে মোরা মাতৃহারা?
মাতৃহীন হব যবে, থাকিব কি ভবে তবে,
সম্বর ক্রন্দন সবে ওহে ভ্রাতৃগণ।
শুদ্ধ চিত্তে যোগাসনে, বসি মায়ে ধর ধ্যানে,
সতত করহ মার গুণ সংকীর্ত্তন;
পরমাত্মা রূপা আদ্যাশক্তি পরাৎপরা॥

(৫)

সংসার দাবাগ্নি হায় অত্যন্ত ভীষণ ;
ভয়ঙ্কর শিখাবলী করে জ্বালাতন।
তাই বলি ভ্রাতৃগণ কর কারে ভয় ;
চরণ-সরোজে মার লহ না আশ্রয় ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্যামা মা।

(১)

মাতিল ভারত ভূমি মাতিল আবার,
হের পুনঃ মা মা শব্দে কম্পিতা মেদিনী !
দশমীর তমঃরাশি ঘুচেছে সবার,
প্রভাত হয়েছে হের দুঃখের রজনী ॥

এসেছেত হের ওই শঙ্করী শিবানী,
সন্তানে ত্যজিয়ে মাতা থাকিতে কি পারে ?
দশমীর আর্ত্তনাদ শুনিয়ে ভবানী,
এসেছেন দেখা দিতে প্রিয় ভারতেরে ॥

ভয়ঙ্করা বেশে কেন এলে মা আবার,
হেরি কেন করে তব ভয়ঙ্কর অসি।
রণসাধ বুঝি আজি হয়েছে তোমার,
রণচণ্ডি রণপ্রিয়ে শিবে এলোকেশী ॥



লঙ্কাপুরে রক্ষঃকুল নির্ম্মূল করিলে
রাম রূপে তুমি মাগো ধরি ধনুর্ব্বাণ,
কত পতিপ্রাণা কামিনীরে অকুলে ভাসালে,
নাশিলে মা দশাননে হানি ব্রহ্মবাণ।

রণসাধ মিটেনাই এখন কি শিবে?
কুরুক্ষেত্রে কত হায় ক্ষত্রিয় নাশিলে,
অর্জ্জুন সারথি কেবা নাহি জানে ভবে,
মৃত সৈন্যগণে তুমি রুধিরে ভাসালে ॥

মহাপাপী দুর্য্যোধন বিদিত ভুবনে,
পাপীর উচিত দণ্ড করিবারে দান,
বিনাশিয়ে তুমি মাগো দুষ্ট দুর্য্যোধনে,
ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরে রাজ্য কৈলে দান ॥

দানবের ভয়ে ত্রাণ কর দেবগণে,
দনুজ দলনী তাই বলে জগজ্জনে।
শত্রু ভয়ে ভীত হয়ে ডাকয়ে যে তোরে,
শত্রুনাশ করি তার ত্রাণ কর তারে ॥

ভয়ঙ্কর বেশ মাগো করিয়ে ধারণ,
শুম্ভ নিশুম্ভেরে তুমি করিলে নিধন।
দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরে নিধন করিলে,
মধুকৈটভেরে মাগো তুমিই নাশিলে ॥

বাণদৈত্যরাজ সবে দক্ষিণ মশানে,
লয়ে গেল অনিরুদ্ধে বলিদান তরে,
চঞ্চলা হইয়ে তুমি উষার ক্রন্দনে
বাণ-মাতৃবেশে সতী রক্ষা কৈলে তাঁরে ॥

শালিবান * দূত যবে দক্ষিণ মশানে
লয়ে গেল শ্রীমন্তেরে বধিবার তরে,
বৃদ্ধা বেশে তুমি মাগো বধি দূতগণে,
মশানবাসিনী কালী রক্ষা কৈলে তাঁরে ॥

একি মা আশ্চর্য্যরূপ হেরি মোরা আজি,
পতিবক্ষোপরে কেন তোমার চরণ ?
উলাঙ্গিনী হয়ে কেন রণসাজে সাজি
ভারত করিছে আজি অপূর্ব্ব দর্শন ॥

একি বিপরীত ক্রীড়া কর শবাসনা,
শিব-বক্ষোপরে কেন নাচ ত্রিনয়না।
একি হেরি ভৃঙ্গোপরি রতি রসোল্লাসে,
নীল কমলিনী কিবা মৃদুমৃদু হাসে !

সতী কুলরাণী তুমি সকলেতে বলে,
কেন হেন অসম্ভব হেরি মোরা শিবে ;
পতি নিন্দা শুনি সতি প্রাণ তেয়াগিলে,
সতীর পতিই সার শিক্ষা দিলে ভবে ॥

* সিংহলরাজ শালিবাহন।

যেদিন দানবকুল নির্ম্মূল কারণ,
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ধরি নিলে অসি করে,
করিয়ে যোগিনীগণে গভীর গর্জ্জন
কাঁপাইলা ত্রিভুবন যবে পদভরে ॥

ঘোররবা শিবাচয় চৌদিকে বেষ্টিত !
ওষ্ঠ প্রান্ত হ'তে হয়ে শোণিত নির্গত
বদন মণ্ডলে তব করে বিস্ফুরিত,
দেবগণ হেরি তাহা হইলেন ভীত ॥

প্রলয় হইবে ভাবি ভীত দেবগণ,
গেলেন সকলে মিলি শঙ্কর সদনে।
দেবগণ বাক্য শুনি বিভূতি ভূষণ ;
শয়ন করিলা দ্রুত ধেয়ে রণাঙ্গনে ॥

উন্মত্তে পতির বক্ষে দিলে মা চরণ
চৈতন্যরূপিণী কিসে হারালে চেতন ?
পদতলে স্ব পতিরে করি দরশন,
লজ্জা পেয়ে জিহ্বা কাটি ত্যজিলে মা রণ

কিম্বা রণাঙ্গনপূর্ণ দৈত্য শবগণ,
শ্রীচরণ স্পর্শে তব শিবত্ব পাইল।
পতি প্রতিমূর্ত্তি পদে করিয়ে দর্শন,
ত্যজিলে মা রণাঙ্গণ—লজ্জা উপজিল ॥

তব পদ বিনে আর নাহি অন্য গতি,
বিচারি কি পদতলে পড়ি পশুপতি ?
তাহে সিদ্ধি তুচ্ছ করি সুধার আশায়
চরণ কমলে তব গড়াগড়ি যায় ॥

হয় যদি সত্য তাহা তবে কি শঙ্কর
একাকী পিবে কি সুধা না দিয়ে সন্তানে
দয়াময়ী মাতঃ তবে দেহ মোরে বর,
জিনিব শঙ্করে আমি গুরুদত্ত বাণে ।

শঙ্কর শমনজয়ী নাহি তাহে ভয়,
কোন কার্য্য নাহি হয় শ্রীগুরু কৃপায় ?
গুরু তুষ্টে শিব তুষ্ট শাস্ত্রে ইহা কয়,
জিনিব শঙ্করে তার পেয়েছি উপায় ॥

পূজিব মা গুরুদেবে সদা ভক্তি ভরে,
তুষ্ট হয়ে অবশ্য দিবেন ইষ্ট বর ।
বিনয়েতে শত্রু বশ জানে মা সংসারে,
সহজেতে তুষ্ট তায় দেব মহেশ্বর ॥

শিবরূপী গুরুদেব বাস সহস্রারে,
রক্তাব্জ জিনিয়ে পদ বরাভয় করে ।
বিন্দুমাত্র থাকে যদি তাঁর পদে মন,
জিনিয়ে শঙ্করে তবে লব ও চরণ ॥

ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে বাঁধা তোমার চরণে,
শঙ্কর একাকী নিল বলে মূঢ়জনে।
নাহি পাব মনোব্যথা কথা সত্য হ'লে,
পিতৃধন পুত্রে পায় সকলেই বলে॥

ধূর্জ্জটী জগৎ-পিতা জানে তা সংসারে,
উপযুক্ত হই নাই তাই কি আমারে,
দেন নাই ধন হায় দেব পঞ্চানন,
পিতার সর্ব্বস্বধন ও রাঙ্গা চরণ?

না! কুপুত্র আমি তাহে পেয়েছেন ব্যথা,
শুনি নাই একদিন তাঁর তন্ত্র কথা।
করি নাই কার্য্য গুরু উপদেশ মত,
তাহে মা পরম ধনে হয়েছি বঞ্চিত?

কাঁপে কেন শিবে তব করস্থিত অসি;
ক্রোধাগ্নি জ্বলিল কি মা হেরি পাপিগণে?
নিবাবে কি ক্রোধানল তাদেরে বিনাশি,
স্পর্শে তাই অসি অগ্র সুনীল গগনে॥

কিম্বা গো মা রণ সাধে কাঁপে তব অসি?
করিতাম আমি রণ শুন এলোকেশী।
গুরুদত্ত বাণ করি নাই সঞ্চালন,
নতুবা আমার সনে দিতে কত রণ?

আগম * নিগম কিছু করি নাই শিক্ষা,
দয়াময়ি দয়া করি কর মা অপেক্ষা।
পূর্ণব্রহ্ম শিবদাতা গুরুদেব বরে,
জিনিব শঙ্করী তোরে সাধন সমরে॥

নামাবলী বর্ম্ম গাত্রে করিনি ধারণ,
জপমালা ধনু হায় নাহিগো মা করে ;
যে বেশ হেরিলে ভীত হইয়ে শমন,
ব্যস্তভাবে পলায়ন করে নিজপুরে॥

প্রসাদ করিলা ভক্তি-পাশেতে বন্ধন,
বাঁধিলে তাঁহার বেড়া জানে বঙ্গবাসী !
গুরুবরে লভিল সে জন মুক্তি ধন
তোমার সনেতে রণ করি অহর্নিশি॥

হেন বীর কত আছে ভুবন ভিতরে,
বিজন অরণ্য মাঝে পর্ব্বত কন্দরে।
অহর্নিশি তব সনে করিতেছে রণ ;
সংগ্রামে জিনিলে পরে লভে মুক্তি ধন।

* আ-গতং শিব বক্ত্রেভ্যো,
গ-তঞ্চ গিরিজা স্থতো ;
ম-তঞ্চ বাসুদেবস্য,
তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

পাগল ভাবেতে থাকি পাগলী তোরে ভাবে,
পাগলের সনে তোর বেশী ভালবাসা !
তব প্রেমে মগ্ন যেবা ধন্য সে মা ভবে,
সে প্রেমিক হব যবে মিটিবে পিপাসা ॥

যে প্রেমে পাগল হ'ল দেব মহেশ্বর,
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে হায়, ভিখারী শঙ্কর,
সে প্রেমে পাগল হ'ব দেহ মোরে বর,
সকাতরে ভিক্ষা করে তোমার কিঙ্কর ॥

একান্ত রণেতে সাধ যদি শবাসনা,
পশি হৃদি-দুর্গে মম পূরাও বাসনা।
আছে তথা মহাবীর রিপু ছয় জনে,
সংগ্রামে সবারে তুমি কর মা নিধন ॥

রণোল্লাসী এলোকেশী অসুরনাশিনী,
এ ছয় অসুরে ত্বরা নাশ গো তারিণী।
কত শক্তি ধর শক্তি জানিব তখন,
ছয় দৈত্য যবে মাগো হইবে নিধন ॥

মুক্তকেশী কেন তুমি শিব-সিমন্তিনী,
এলোথেলো কেশরাজি চরণে লুটায়।
শম্ভু-শিরঃ-স্থিত-সর্প হের গো জননি,
হেরি তব কেশরাজি বড় লজ্জা পায় ॥

(২)

ভারত সন্তানগণে, বড় ক্লেশ পায় মনে,
হেরিগো মা তব হেন বেশ।
শঙ্কর ভিখারী তাই, বিন্যাসের দাসী নাই,
তাই কি মা তব মুক্ত কেশ ?

(৩)

যতন করিতে, হরের গৃহেতে,
নাহি কি মা কেহ তব
ভূতের সহিতে, শ্মশান ভূমিতে,
বেড়ান সদাই ভব ॥

(৪)

কিন্তু মোরা জানি তব দাস মহেশ্বর,
যতেক ত্রিদিব-বাসী তোমার কিঙ্কর।
তব পদ সেবিবারে, সিদ্ধগণ বাঞ্ছা করে,
শ্রী, যে তব প্রধানা কিঙ্করী।
কঠোর তপস্যাকারী, তব সেবা অধিকারী,
তবে কেন হেন বেশ হেরি ?

(৫)

নাহি গো মা তব দাস দাসীর অভাব,
তবে কেন মোরা তব হেরি এই ভাব।

তোমার অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে পারে,
কত ক্রীড়া কৈলে শ্যামা, শ্যাম অবতারে ॥

সোহাগেতে যশোমতি বৃন্দাবনপুরে,
বাঁধিয়া কুন্তল গুচ্ছ অতি যত্ন করে,
কুসুম স্তবক তায় দিয়া মাঝে মাঝে,
সাজা'ত তোমায় মরি মনোহর সাজে ॥

(৬)

মোহন মুরলী হাতে শ্রীদামাদি সনে,
হেলে দুলে নেচে নেচে যেতে গোচারণে।
সেই শ্যামরূপ হেরি, চিনে পাছে ব্রজনারী,
লুকাতে সেরূপ কি মা হলে মুক্তকেশী ?
হেরি তব মৃদুহাসি, মুগ্ধ হতো ব্রজবাসী,
মুখে অট্টহাসি এবে করে তীক্ষ্ণ অসি ॥

(৭)

উলাঙ্গিনী কেন তুমি বল মা এখন,
ভিখারীর পত্নী তাই জুটে না বসন ?
রাজরাজেশ্বরী মাগো তুমি কাশীধামে,
ত্বংহি সর্ব্বেশ্বরী শিবে কহে বেদাগমে ॥
বৃন্দাবনে গোপীদের বস্ত্র কৈলে চুরি,
সেই পাপে উলাঙ্গিনী তুমি কি শঙ্করি ?

কিন্তু জানি তব নাম করিলে স্মরণ,
সর্ব্ববিধ পাপ দূর হয় সেইক্ষণ ॥

(৮)

শপথ করিয়ে আমি বলিবারে পারি,
গোপীদের বস্ত্র তুমি কর নাই চুরি।
সঁপেছিলে গোপীগণ, ধন মান প্রাণ মন,
ভক্তি সহকারে শিবে তব শ্রীচরণে।
জানালে জগৎময়, লোক লজ্জাদির ভয়,
স্থান নাহি পায় কভু ভক্তের সদনে ॥

(৯)

যবে দুষ্ট দুঃশাসন সভার ভিতরে,
বস্ত্রহীনা করিবারে উদ্যত কৃষ্ণারে,
কে রক্ষিল সতীধর্ম্ম বল সতি মোরে,
তুমিই রক্ষিলে ধর্ম্ম জ্ঞাত চরাচরে ॥

পাছে তোরে চিনে গো মা ব্রজবাসিগণ,
পীতবাস ত্যজিলে কি তাহার কারণ ?
হেন শক্তিধর নাহি সংসার ভিতরে,
শক্তির রহস্য ভেদ করিবারে পারে ॥

তোমার অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে পারে,
কতরূপে কত শিক্ষা দাও গো মানবে।

আনন্দে নাচ মা তুমি কভু শবাসনে,
কভু বা বিহর হর হৃদি-পদ্মাসনে ॥
বাঁশি ত্যজি অসি এবে করিয়ে ধারণ,
উলাঙ্গিনী হয়ে তুমি করিতেছ রণ।
বাঁশি রবে গোপী সবে হইত মোহিত ;
অসি করে দানবেরে করিছ শায়িত ॥

(১০)

সুচতুর ব্রজবাসী * চিনেছে তোমারে।
অধম পামর নরে, চিনিতে কি পারে তোরে,
নীলাম্বর জিনিরূপ লুকাবে কোথায় ?
বদ্ধ সবে মায়াপাশে, তোমারে চিনিবে কিসে,
মিছে দ্বেষ করে সবে মরি হায় হায় !
শ্যামা মা হলেন শ্যাম বৃন্দাবনপুরে ॥

(১১)

সুধাভাগকালে তুমি হলে বা মোহিনী,
ভুবনমোহিনী তুমি জানে চরাচরে।
এক ব্রহ্ম (১) নাহি অন্য এক মাত্র জানি,
তবে কেন অজ্ঞজন সদা দ্বেষ করে ?

* ব্রজবাসী—এস্থলে অদ্বৈতবাদী প্রেমিক ভক্তগণ।

১। "একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্ব মুপাগমৎ।
ধ্যানার্থং সাম্ভ ভক্তানাং সৃষ্টাদৌ পঞ্চমূর্ত্তিভিঃ ॥

(১২)

আছে ভাই নানা পথ লক্ষ্য এক স্থল ;
কুল পথে না চলিলে হইবে বিফল।
ভজিলে বিভেদ ভাবে, (১) কোন ফল নাহি পাবে
অবশেষে হবে হায় শাস্তিতে বঞ্চিত,
হারাবে সকল জ্ঞান যা ছিল সঞ্চিত ॥

দশানন ভক্তিভরে মায়েরে পূজিল,
দ্বেষভাব হেতু হায় দয়া না লভিল।
আহা মরি বিষ্ণু শিবে, ব্যাস ঋষি ভিন্ন ভেবে
কাশীধামে কি দুর্গতি লভিল সে জন,
তাই বলিঃদ্বেষ কেন কর ভ্রাতৃগণ ?

এস হে ভারতবাসি ত্যজ সবে দ্বেষ,
পূজহ মায়েরে সবে ঘুচিবে হে ক্লেশ।

সূর্য্যো গণপতি বিষ্ণুর্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ

(১) "শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাত্মা,
জ্ঞানং গণেশো মম চক্ষুরর্কঃ।
বিভেদ ভাবং ময়ি যে ভজন্তি,
মমাঙ্গ হীনং কলয়ন্তি মন্দাঃ॥"

ইতি তন্ত্র।

যে পথেতে যেবা থাক, মা বলে বারেক ডাক,
মা বিনে সন্তান ব্যথা কে বুঝিবে আর,
এসেছেন মাতা ওই পূজ একবার ॥

শ্যামা—নামাবলী স্তোত্রম্



(১)

ত্বং কাল দমনা, করাল বদনা
কালী কলুষনাশিনী।
ত্বং কমলার্চ্চিতা, কেশব পূজিতা
কামরূপা কাত্যায়নী॥
ত্বং কৃষ্ণা কালিকা, কালভয় হরা,
ত্বং কালরাত্রি তারিণী।
কুল ধর্ম্ম প্রিয়া ত্বং কৃষ্ণ বল্লভা
কেশিনী কৃষ্ণরূপিণী॥
কৃষ্ণা পরাজিতা, কলা ক্রিয়াবতী
কাম্যা কৈলাসবাসিনী।
ত্বং কালভূষিতা কুমারী সেবিতা
ত্বংহি কৈবল্য দায়িনী॥
কৌতুকা কমলা কঙ্কাল মালিনী
কামাখ্যা কামসুন্দরী।
ত্বং কুল পণ্ডিতা, কুলীন পূজিতা
কাদম্বরী কাশীশ্বরী॥

কৃত্তিবাস দারা ত্বংহি কামহরা
ত্বংহি কৈটভনাশিনী।
কামান্ত কামিনী কৃতান্ত দলনী
ত্বংহি কুল কুণ্ডলিনী॥
তরলা তারিণী গগন বাহিনী
কামাখ্যা নীল বাহিনী।
জয়া উগ্রতারা সদানন্দ দারা
ঈড়া পিঙ্গলা রূপিনী॥
অৰ্দ্ধ কেশেশ্বরী ত্বংহি মাহেশ্বরী
দক্ষজা গিরিনন্দিনী।
চণ্ডিকা সগুণা দ্বিতীয়া নবীনা,
সুষুম্না প্রাণ :রূপিণী॥
জয় মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা আদ্যা
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী।
মাতঙ্গী পাটলা অনন্তা বগলা
চণ্ড ঘণ্টা শাকম্বরী॥

(২)

শ্যা—মাঙ্গিনী শবাসনা শিব শিমন্তিনী,
মা—তঙ্গী মাতৃকা ত্বংহি মহিষমৰ্দ্দিনী।
দা—ক্ষায়ণী দয়াময়ী দেবী দিগম্বরী,
স—র্ব্বময়ী সনাতনী ত্বংহি সুরেশ্বরী॥

(৩)

অনন্ত তোমার নাম শুনেছি মা শিবে,
মাহাত্ম্য জানিবে কি মা অজ্ঞান মানবে।
নামের মহিমা তব, কিঞ্চিৎ জানেন ভব,
ভব পতি ভবনদী অতিক্রম হেতু,
প্রকাশিয়ে তন্ত্রে তাহা বাঁধিলেন সেতু ॥

তব নামে কত সুধা কি বর্ণিব আমি,
সতত জপেন তব নাম ভবস্বামী।
মুখে সীতারাম বলে, তারা নাম জপে ছলে,
তব নাম জপি মাগো গরল ভক্ষিল ;
সেই হেতু মহেশ্বর মৃত্যুরে জিনিল ॥

নামের মহিমা তব বেদে নাহি অন্ত,
দিনান্তে স্মরিলে নাম ঘুচে মনোধ্বান্ত।
মুকতি সালোক্য আদি, অষ্ট সিদ্ধি অনিমাদি,
করায়ত্ব করে যেবা গায় তব নাম ;
তব নামে হয় মাগো পূর্ণ মনস্কাম ॥

তারা বলে ডাকে যেবা ধন্য সে মা ভবে,
অন্তিমে শ্রীপদে স্থান দাও তাঁরে শিবে।
জপ হে ভারতবাসি, তারা নাম অহনিশি,
সুধা ত্যজি কেন বিষ কর অন্বেষণ ;
তারা নাম সুধা স্রোতে দেহ সন্তরণ ॥

চণ্ডী-মাহাত্ম্য

দুর্দ্দান্ত অসুরগণ জিনি সুররণে,
লভিল সদর্পে যবে ইন্দ্র সিংহাসন।
ত্যজিয়ে অমরাবতী অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
ছদ্মবেশে দেবগণ করে বিচরণ ॥

অমর নগরী দৈত্য কৈলা কলুষিত
ছিন্ন ভিন্ন হলো হায় নন্দন কানন !
প্রবল প্রতাপে প্রজা হলো সবে ভীত,
অসুরের অত্যাচারে কাঁপে ত্রিভুবন ॥

হেরি দৈত্য অত্যাচার কহিলা কুমার,
সম্বোধিয়ে দেবগণে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
"সাধের অমরাবতী হলো ছারখার,
জাগহে ত্রিদিববাসী কেন নিদ্রা ঘোরে ?

"ভীষণ তমসাবৃতা অমাবস্যা নিশি,
অমর নগরী আজি বিভাষিকাময়।
ঘুমে অচেতন কেন হে ত্রিদিববাসি !
শক্তি সাধনার এই প্রকৃত সময় ॥

"মহামন্ত্রে মোরা সবে হয়েছি দীক্ষিত,
মহামন্ত্রে মহাতন্ত্র করিয়ে অঙ্কিত,
মহানিশাযোগে সবে করিব সাধনা,
শবাসনা বরে আজি পূরিবে বাসনা ॥

"দৈত্যের তাণ্ডব নৃত্যে কেন কর ভয়,
বাজিয়ে প্রলয় শিঙ্গা মহাকাল করে,
মাভৈঃ রবেতে ওই দিতেছে অভয়,
স্বর্গরাজ্য মোরা পুনঃ লভিব অচিরে ॥

"মহানিশি আজি সবে কর জাগরণ ;
সাবধানে মহামন্ত্র করিতে সাধন ;
যদ্যপি অমর আজি হয় নিদ্রাগত,
হবেরে অমরাবতী ভস্মে পরিণত ॥

"ছদ্মবেশে কেন আর ওহে দেবগণ,
অসুর সংগ্রামে ত্বরা করহ গমন।
ছারখার হলো স্বর্গ দৈত্য অত্যাচারে,
জাগহে ত্রিদিববাসি কেন নিদ্রাঘোরে ?"

এত বলি নিরখিয়া দেব সেনাপতি,
ভীষণ ধনুকে তাঁর দিলেন টঙ্কার।
শুনি কুমারের বাণী বীর মদে মাতি,
মহোৎসাহে দেবগণ করিলা হুঙ্কার ॥

ইন্দ্র করে ভীম বজ্র গর্জ্জিলা ভীষণ,
শিবের সংহার শূল করিলা গর্জ্জন।
হর-ত্রিনয়না কিবা ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে,
ভস্ম বুঝি হয় দৈত্য দেব কোপানলে॥

দেবতার তেজ পুঞ্জ হলো একত্রিত,
মুহূর্ত্তেকে ত্রিভুবন করি আলোকিত,
আবির্ভূতা হলো তথা দেবী ভগবতী,
হেরি তাঁরে দেবগণ করিলেন স্তুতি॥

স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী কহে দেবগণে,
"ভয় নাই দেবগণ পূরিবে বাসনা।"
এত বলি দ্রুতগতি ধেয়ে দৈত্য রণে,
অসি করে রণাঙ্গনে নাচে শবাসনা।

মহানৃত্যে মাতোয়ারা হৈলা মুক্তকেশী,
ঘন ঘন কাঁপে কিবা করস্থিত অসি।
সমগ্র দানবে মাতা করিয়ে নিধন,
শোণিত সাগরে বুঝি দিবে সন্তরণ॥

হইলা মায়ের অতি শোণিত পিপাসা
দৈত্য সনে রণ পুনঃ বহুদিন পরে।
দানব শোণিতে বুঝি মিটিবে সে আশা,
করাল রসনা তাহে লক্ লক্ করে॥

রক্তপ্রিয়া রণচণ্ডী দৈত্য রণোল্লাসে,
অসি করে উন্মাদিনী খল্ খল্ হাসে।
আহা কি ভীষণ নৃত্যে হয়েছে মগনা,
চৈতন্যরূপিণী বুঝি চেতন বিহীনা॥

চৌষট্টি যোগিনী মার করিলা গর্জ্জন,
মূহূর্ত্তে নাশিলা দেবী যত দৈত্যগণে।
অসুরে নিহত হেরি যত দেবীগণ,
ভক্তি ভরে প্রণমিলা চণ্ডিকা চরণে॥

"জয় মা চণ্ডিকা শ্যামা জয় ভগবতী"
বলি কত দেবগণ করিলেন স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে মহাদেবী কহে দেবগণে,
"পুনশ্চ স্মরিও মোরে অসুর পীড়নে॥

"যদি কভু স্বর্গরাজ্য লভে দৈত্যগণ,
ভক্তি ভরে করো সবে শক্তির সাধন।"
এত বলি মহাদেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান,
স্বর্গ লভি দেবগণ পুলকিত প্রাণ॥

নিবেদন।

(১)

কৈবল্যদায়িনী কালী ত্বংহি শবাসনা,
দয়া করি অভাগার পুরাও বাসনা।
ছেলে যদি মার কাছে কোন দ্রব্য চায়,
মাতার কর্ত্তব্য ইষ্ট প্রদান তাহায়॥
হয় হস্তী রাজ্য আদি কিছু নাহি চাহি,
পাগল হইয়ে যেন তব গুণ গাহি,
মন ভৃঙ্গ যেন তব চরণ সরোজে,
সুধা পান করি মাগো সতত বিরাজে॥

(২)

শৈশবেতে মাতৃহীন আমি অভাজন,
পূজি নাহি একদিন জননী চরণ।
মা বলিয়ে আমি কারে, ডাকি নাহি প্রাণ ভরে,
বড় খেদ আছে মনে দুঃখবিনাশিনী।
জানিলাম এবে তুমি জগৎ জননী॥

হৃদি পদ্মাসনে মম ব'স গো জননি,
একবার পূজি রাঙ্গা পদ দুইখানি।
পিতার বামেতে বসি, হাস মৃদু এলোকেশি,
অভাগার মনসাধ পূর্ণ কর তুমি,
মা মা বলি বাহু তুলি নাচি গো মা আমি ॥

দেহ গো জননী তুমি মাতাইয়ে মোরে,
নাচি আমি মা মা ব'লে ডাকি প্রাণ ভরে।
গাউক আমার সনে, মা মা বলি পাখিগণে,
যতেক প্রেমিকগণে দিবে যোগদান,
পুলকিত হবে তবে মম মন প্রাণ ॥

(৩)

হাসুক্ বাচালগণ পাগল বলিয়ে,
নাচুক্ মা পল্লীবাল পাগল হেরিয়ে।
নাচি আমি মা মা বলি ডাকি প্রাণ ভরে,
তুমিও নাচ মা মম হৃদয় মাঝারে ॥

অন্যদিকে মতি যেন কভু নাহি যায়,
সদা যেন পড়ে থাকে তব রাঙ্গা পায়।
অন্তিম কালেতে যেন মা বলিতে পারি,
অভাগা সন্তান আমি এই ভিক্ষা করি ॥

(৪)

সন্তানে নিদয়া কেন বলগো জননি,
দুঃখ বিনা সুখ আমি কভু নাহি জানি।
কহি শুন গো কাল মা, বিমাতাও যে ভাল মা,
উদ্ধারিয়ে পাপিগণে সদা প্রফুল্লিতা,
শিরোপরে তাহে তাঁরে রেখেছেন পিতা।

(৫)

না ! না ! গো জননা তুমি বড় দয়াময়ী,
হরারাধ্যা তুমি আদ্যা জানি ব্রহ্মময়ী।
হর হৃদি পরে তব চরণ বিহরে ;
পঞ্চমুখে পিতা তব গুণগান করে॥

ঊর্দ্ধমুখে করি তিনি তন্ত্রের সৃজন,
করেন সতত তব মহিমা কীর্ত্তন।
চারি মুখে চারি বেদ করি উচ্চারণ,
তব গুণগান হর করে অনুক্ষণ॥

শিব-ত্রিনয়ন সদা জান গো জননী,
তব পাদ-পদ্মে লগ্ন দিবস রজনী।
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু তাহে সদা হেরি,
আনন্দে বিভোর ভোলা তোরে ধ্যান করি॥

(৬)

আদ্যাশক্তি! শক্তি তব বিমাতা শরীরে,
আছয়ে কিঞ্চিৎ বলি পূজে লোকে তারে।
যেন মা অন্তিমকালে, বসি বিমাতার কোলে,
মা মা বলি পারি আমি প্রাণ ত্যজিবারে,
কাতর কিঙ্কর তব এই ভিক্ষা করে॥

(৭)

সিদ্ধি কিম্বা মুক্তি আমি কিছু নাহি চাহি,
তারা তারা বলে যেন তব গুণ গাহি।
তবে যদি নিজগুণে দেহ ভিক্ষা মোরে,
কৃতাঞ্জলিপুটে দাস ভক্তি ভিক্ষা করে॥

আনন্দ সাগরে ভাসি তোরে ধ্যানকালে,
দুঃখ যত পাই মাগো নিজ কর্ম্মফলে।
কর্ম্মফলদাতা গুরু কেবা নাহি জানে,
ভক্তি যেন থাকে সদা গুরুর চরণে॥

* "ন মিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥
নচ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থ নচ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং নৈব কোপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ॥"

ইতি তন্ত্র।

(৯)

গুরু গুণ * গানে যেন থাকে সদামতি,
পাদপদ্মে থাকে যেন অচলা ভকতি।
সদা এই বাঞ্ছা মম, গাহিতে গুরুর নাম,
যেন মা ভারতভূমে আসি বারে বারে,
সকাতরে দাস তব এই ভিক্ষা করে॥



তৃতীয় অধ্যায়।



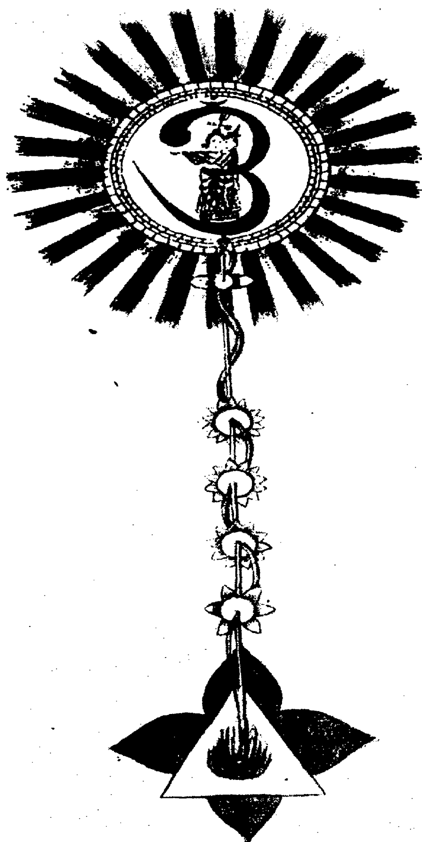
রাস মহোৎসব।

(১)

কেবা ওই নটবর সদা রসসঙ্গে,
বিহরে পরম ধামে শ্রীরাধার সঙ্গে।
পরম ধামের শোভা, যোগীজন মনোলোভা,
গোলক জিনিয়ে শোভা তার।
কাম সদা বিদ্যমান, রাসচক্র ঘূর্ণমান,
অষ্ট সখী সঙ্গে শ্রীরাধার ॥

মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণ সানন্দে বিহরে,
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে গুণ গান করে!
বৃন্দাবন নামে খ্যাত, রাসোৎসব অবিরত,
কভু রাস * (১) না হয় বিরাম।

* (১) "তুরীয় ধাম বৃন্দাবনে চিৎগত পরা প্রকৃতি স্বয়ং আত্মশক্তি শ্রীরাধিকা নিষ্কাম, নির্ব্বিকার, চিন্ময় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন, ইহাদের যুগল মিলনের নামই রাস। সেই পরম ধামে



যত বিশ্ব চরাচরে, সে ধামের চারি ধারে
রাস চক্রে ঘুরে অবিরাম ॥

(২)

জয় জয় হৃষিকেশ পতিত পাবন,
ভকত বৎসল তুমি দেব নারায়ণ।
তব লীলা বুঝিবারে সাধ্য আছে কার,
অহর্নিশি রাসে মগ্ন সহ শ্রীরাধার ॥

যুগল রূপেতে সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত,
পূর্ণব্রহ্ম তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত।
নামের মহিমা তব বর্ণিতে না পারি,
আপন পাসরি তব হরি * (২) নাম স্মরি ॥

সৃষ্ট নাই, বিকৃতি নাই এবং তথায় প্রকৃতি নিত্য চিন্ময়ী, আনন্দময়ী ও প্রেমময়ী এবং চিদানন্দের নিত্য লীলার নিত্য সংঘটনা; তথায় রাস মহোৎসবের কস্মিনকালেও বিরাম হয় না। মায়া প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্ব অহং তত্ত্ব বা অবিদ্যা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতিতন্মাত্র, স্থূল-ভূত, অথবা শমদমাদি অষ্টবিধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিই শ্রীরাধিকার অষ্টসখী।"

* (২) ভক্ত চিত্তহরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হরি। হর × ই—হরি হর—শঙ্কর বা পরম পুরুষই; ই—পার্ব্বতী বা পরাকৃতি। অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের দুইরূপ; পুরুষ বা চৈতন্য এবং প্রকৃতি বা জড়। পুরুষ শক্তিমান, প্রকৃতি শক্তি; পুরুষময়ী প্রকৃতি মায়া সর্ব্বত্রই চৈতন্যের অংশ ও প্রকৃতির জড়াংশ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গে মিশিয়া বিহার করিতেছেন;

(৩)

সর্ব্বগুণাধার ওহে দয়াময় হরি,
সকাতরে তব পাশে এই ভিক্ষা করি।
নিত্য রাস হেরিবারে, দেহ অধিকার মোরে,
অন্য কিছু প্রার্থনা না করি।
প্রেমিক ভকতগণে, নিত্য সেই বৃন্দাবনে,
পিয়ে সুধা রাসোৎসব হেরি॥
জানিহে আজ্ঞানিগণে বঞ্চিত তাহায়,
সেই হেতু শরণ লইনু তব পায়॥

(৪)

অধিকার যদি তুমি নাহি দেহ মোরে,
প্রবেশিব বৃন্দাবনে বিনা অধিকারে।
শ্রীনাথ প্রদত্ত অসি * সঞ্চালন করি,
পরাজয় করিব তোমারে আমি হরি॥

(৫)

ভক্তিভরে পূজে যেবা শ্রীগুরু চরণ,
ক্ষণেকে জিনিতে পারে সমগ্র ভুবন।

কেবলমাত্র হরিনাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে এই পুরুষ প্রকৃতির যুগলরূপ সাধকগণের মানসপটে চিত্রিত হয় বলিয়া উহা সাধকের অতি প্রিয়। হরিনাম, পুরুষ ও প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত নাম মাত্র; এবং উহা প্রেমিক ভক্তের অতি আদরের ধন।

* গুরু প্রদত্ত মহামন্ত্র।

গুরু ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, ইন্দ্রাদি সকলে প্রজা,
রাজধানী বৃন্দাবন তাঁর।
তাঁহার করুণা বলে, নিত্য রাস অবহেলে,
সানন্দে হেরিব অনিবার ॥
কিবা বিষ্ণু শিব শক্তি শ্রীগুরু আমার,
হেরিব তথায় আমি সব একাকার ॥

(৬)

ছয় স্বর্গোপরে * শ্রীগুরুর রাজধানী,
রাসোৎসব হয় যথা দিবস রজনী।
তাঁর কৃপা নাহি হলে, নরগণে কোন কালে,
গুপ্ত বৃন্দাবন পথ সন্ধান না পায়,
তীর্থে তীর্থে বৃথা হায় ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

* ষটচক্রের উপরিভাগে সহস্রদল কমলে, শিরঃস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে, কোটী সূর্য্য কিরণ সদৃশ উজ্জ্বল সহস্রদল পদ্ম আছে, তথায় গুরুদেব, পরমাত্মা পরমশিব বা শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং গুরুপত্নী, ভগবতী পরাপ্রকৃতি বা রাধিকা-রূপে সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কোটী কোটী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেও গুরুকৃপা ব্যতীত কেহ উক্ত ষটচক্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না; সুতরাং এস্থানে তৎসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণুনামাবলী স্তোত্র।



(বর্ণমালানুসারে)

(১)

জয় হে অদ্বৈত, অনন্ত অচ্যুত,
জয় হে অমলাপতি।
জয় আদি দেব ত্বংহি আত্মারূপ,
ত্বংহি অর্জ্জুন সারথি ॥
জয় অন্তর্য্যামী ত্বং ইন্দিরা নাথ
জয় উপেন্দ্র ঈশ্বর।
কৌশল্যা নন্দন ত্বং কেশীমর্দ্দন
কৃষ্ণ * কল্কি অবতার ॥

* "কৃষ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ এবং "ণ" শব্দের অর্থ নির্ব্বাণ মুক্তি; অতএব যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরূপ ক্লেশের শান্তিবিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ। অথবা "ক" শব্দ ব্রহ্মবাচক, "ঋ"কার অনন্ত বাচক, মূর্দ্ধণ্য "ষ" কা'র শিববাচক "ণ" কা'র ধর্ম্মবাচক, "অ"কা'র বিষ্ণুবাচক, বিসর্গ নরনারায়ণবাচক হয়; সুতরাং "কৃষ্ণঃ" এই শব্দে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণের সমষ্টি বুঝায়।

কপিধ্বজ সখা কলি ভয়হারী
ত্বংহি কেশব কংসারি।
ক্লেশ নিবারণ খগেন্দ্র বাহন
জয় হে কৌস্তুভধারী॥

জয় গদাধর গোপাল গোবিন্দ,
গরুড়ধ্বজ গৌতম।
গোলক বিহারী গোবর্দ্ধন ধারী
গৌরচন্দ্র ঘনশ্যাম॥

ত্বংহি চতুর্ভুজ চতুর্ব্বর্গদাতা
ত্বং চৈতন্য চক্রপাণি।
ত্বং চপলা পতি চন্দ্রাবলী নাথ
ত্বং চিন্ময় চিন্তামণি।

জয় জগদীশ ত্বং জানকী পতি,
জয় জগততারণ।
ত্বং ঝুলন প্রিয় জাম্ববতী নাথ
জয় জয় জনার্দ্দন॥

ত্বংহি দোল প্রিয় তাড়কা নাশক
তুলসী প্রিয় তারক।
ত্বংহি তেজোময় ত্বংহি ত্রাস-ত্রাতা
তুমি হে ত্রিগুণাত্মক॥

জয় দামোদর, ত্বংহি দয়াময়,
ত্বং দশরথ-নন্দন।
জয় দীননাথ ত্বং দৈবকী সুত,
দ্রৌপদী লজ্জা বারণ ॥

ত্বংহি দানবারি দ্বারকা নিবাসী
জয় হে নন্দনন্দন * ।
জয় নিত্যানন্দ ত্বংহি নিরঞ্জন
নরোত্তম নারায়ণ ॥

ত্বংহি নরহরি নিকুঞ্জ বিহারী
নিরাকার পীতাম্বর।
ত্বং পাণ্ডব সখা পরমাত্মারূপ
তুমি হে পরমেশ্বর ॥

ত্বং পুণ্ডরীকাক্ষ ত্বং পুরুষোত্তম,
ত্বংহি মদনমোহন।
জয় মথুরেশ ত্বং মহাপুরুষ
ত্বং মধুবন বাসীন ॥

* নন্দ-নন্দন অর্থাৎ নন্দগোপকুমার। "নন্দ" শব্দের অর্থ যিনি সকলের আনন্দ সম্পাদন করেন। "গোপ" শব্দের অর্থ যিনি গো অর্থাৎ সমুদয় ভুবনকে "প" অর্থাৎ পালন করেন। এবং কুমার শব্দের অর্থ যিনি "কু" অর্থাৎ অত্যন্ত অমঙ্গল "মার" অর্থাৎ বিনাশ করেন। অতএব স্বয়ং মহাবিষ্ণুরূপী পরব্রহ্ম ব্যতীত কেহ নন্দগোপকুমার হইতে পারেন না।

ত্বং মৎস্যরূপ ত্বংহি মুর হর,
মুরারি মধুসূদন।
ত্বং মুরলীধর মুকুন্দ মাধব
ত্বংহি যশোদা নন্দন ॥

জয় যজ্ঞেশ্বর ত্বং যমুনা প্রিয়
ত্বং যদুনাথ যাদব।
জয় রাধাকান্ত ত্বংহি রাবণারি
ত্বং রঘুনাথ রাঘব ॥

জয় রাসেশ্বর ত্বং রুক্মিণীনাথ
ত্বংহি রাজীবলোচন।
ত্বং রঘুনন্দন জয় লক্ষ্মীকান্ত
রবিজ ভয়বারণ ॥

জয় বাসুদেব ত্বংহি বিশ্বরূপ
বনমালী বংশীধারী।
ত্বং বামনরূপ বরদ বিরিঞ্চি
ত্বংহি বিপিনবিহারী ॥

জয় বিষ্ণু বুদ্ধ বৃন্দাবন বাসী
ত্বংহি বিপত্তিনাশক।
ত্বং বৈষ্ণব প্রিয় ত্বং বেণীমাধব
ত্বং ব্রহ্ম বেণু বাদক ॥

ত্বংহি ব্রজনাথ শালগ্রাম রূপী
ত্বংহি শ্রীকান্ত শ্রীধর।
জয় শৌরী শ্যাম ত্বং শ্রীশ শ্রীপতি,
শিবদাতা শুভঙ্কর॥

ত্বং সর্ব্বতোজয় সত্যভামা পতি,
জয় সত্যনারায়ণ।
ত্বং সচ্চিদানন্দ ত্বং সাত্যকি নাথ
ত্বংহি স্বয়ম্ভু সুষেণ॥
জয় সীতাপতি ত্বংহি সত্যসন্ধ
ত্বং সর্ব্বজ্ঞ সনাতন।
ত্বংহি সর্ব্বময় হরি হৃষীকেশ *
হিরণ্যকশিপু ঘাতন॥

(২)

শ্যা—ম শ্রীপতি শৌরী শ্রীকান্ত শ্রীধর;
মা—ধব মূরলীধর ত্বংহি মুরহর।
দা—মোদর দয়াময় দৈবকী নন্দন;
স—র্ব্বময় সনাতন সত্যনারায়ণ॥

* "হৃষীক" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় সকল; ভগবান সকল ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর এই জন্য তাঁহার নাম হৃষীকেশ।

চতুর্থ অধ্যায়।



শিব-মাহাত্ম্য।

(১)

কেবা ওই ধ্যানমগ্ন বিবুধ প্রধান
যোগাসনে বসি কার করিতেছে ধ্যান।
কিবা শোভা আহা মরি, চরণ কমলোপরি,
মত্ত হয়ে ভক্ত অলি করিছে গুঞ্জন।
তুলনা রহিত শোভা হৃদয় রঞ্জন॥

(২)

ত্রিশূল ও জপমালা শোভিতেছে করে,
জটাজুট লটপট করে সদা শিরে।
মন্দাকিনী কুল ধ্বনি করে সদা তায় ;
গর্জ্জে ফণি শুনি তাহা ভব ভয় যায় ॥

অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে জ্বলে হুতাশন ;
ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু করে অনুক্ষণ।
ধুতুরা শোভিছে মরি কিবা শ্রুতিমূলে,
করি আলা হাড় মালা দোলে সদা গলে ॥

পরিধান ব্যাঘ্র ছাল শ্রীঅঙ্গে বিভূতি,
বিহরে কি তবে ওই দেব পশুপতি।
ভৈরব (১) ভূতাদি (২) সঙ্গে সদানন্দ ভরে,
সতত বিহরে যিনি শ্মশান (৩) মাঝারে ॥

(১) অসিতাঙ্গ, গুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার এই অষ্টবিধ ভৈরব মূর্ত্তি তন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। আধ্যাত্মিক ভাবে অষ্টবিধ যোগাঙ্গই অষ্ট ভৈরব।

(২) আধ্যাত্মিক ভাবে পঞ্চভূতাত্মক জীবগণের জীবাত্মা রূপে তিনি বিরাজমান।

(৩) আধ্যাত্মিক ভাবে অনাহত পদ্মে ; কারণ উক্ত অনাহত পদ্মে যোগের সুষুপ্তি অবস্থার উপভোগ হয় বলিয়া উহার নাম মহাশ্মান।

কাঁপাইয়ে ধরাতল যিনি পদভরে,
সতত করেন নৃত্য প্রেমানন্দ ভরে।
ত্রিলোকের আধিপত্য লভে দশানন,
ভক্তি ভরে পূজা করি যাঁর শ্রীচরণ ॥

বাণদৈত্য জয় কৈলা ইন্দ্র সিংহাসন,
ভক্তি ভরে পূজা করি যাঁর শ্রীচরণ।
সুদর্শন লভে বিষ্ণু যাঁহার কৃপায়,
স্মরিলে যাঁহার নাম সর্ব্ব ভয় যায় ॥

পঞ্চশর নিক্ষেপিয়ে দেব ফুলধনু,
পড়ি কোপানলে যাঁর হইলা অতনু।
হৃদাসনে ধ্যান করি যার শ্রীচরণে,
আনন্দ সাগরে মগ্ন হল যোগিগণ ॥

পরামাত্মা রূপে সর্ব্ব জীবের অন্তরে,
আনন্দধামেতে * যিনি সতত বিহরে।
সূর্য্যরূপে করে যেবা আলো বিতরণ,
চন্দ্র রূপে করে যেবা সুধা বরষণ ॥

* "যে চিন্ময় ধামে নির্ম্মল পরা প্রকৃতি স্বচ্ছ চৈতন্যসহ বিরাজ করেন, তাহার নাম আনন্দ ধাম বা কৈলাস; অর্থাৎ সহস্রদল পদ্ম। এবং যে পরম ধামে মায়া প্রকৃতি বা অন্নপূর্ণা আধার চৈতন্যের অর্থাৎ শিবের সহিত বিরাজমান সেই পরম ধামের নাম কাশী, অর্থাৎ অনাহত পদ্ম। বরুণা অর্থাৎ ঈড়া নাড়ী ও অসি অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী এই দুই

বায়ু রূপে যিনি হন জগৎ জীবন,
অগ্নিরূপে করে যিনি আহুতি গ্রহণ।
জল রূপে যিনি সদা করে জীব হিত ;
আকাশ রূপেতে তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত ॥

বামেতে শোভিতেছে ওই কাহার কামিনা,
কি দিব উপমা তাঁর ভুবন মোহিনী।
প্রকৃতি পুরুষ ওই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
আলোকিত করি দোঁহে একত্র বিহরে * ॥

জ্ঞান হীন নর আমি কেমনে বর্ণিব,
অসীম মহিমা তব ওহে ভব-ধব।
নিজগুণে অভাজনে করুণা নিদান,
কিঞ্চিৎ করুণা কণা করহ প্রদান ॥

স্রোতস্বতীর মধ্যে অবস্থিতা এই জন্য কাশীর নাম বারাণসী এবং ইহাতে চিত্ত সংযত করত যোগী আনন্দময় হয়েন, সেই জন্য ইহার অপর নাম আনন্দ-কানন। আর ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীই শিবের ত্রিশূল ; সুতরাং কাশী অর্থাৎ অনাহত পদ্ম পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম হইতে অনেক উচ্চে আছে।

* "যথা শিবঃ স্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
মানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা ॥"
আদ্যাসৈকা পরাশক্তি চিন্ময়ী শিব সংশ্রয়া ॥"

সমস্ত বিশ্বই এই পুরুষ প্রকৃতির লীলা ; প্রতি গৃহে এই পুরুষ প্রকৃতির মাথামাখি ভাব।

(৩)

দয়াময়! তব পদে করি এ মিনতি,
গুরু পদে থাকে যেন অচলা ভকতি!
নাহি চাহি পুরুষার্থ, গুরু পদ পরমার্থ,
কৃতাঞ্জলি পুটে আমি এই ভিক্ষা করি,
দিবানিশি যেন গুরু গুণ গান করি॥

(৪)

গুরু * পাদ-পদ্মে যেন সদা মন ভৃঙ্গ,
মত্ত হয়ে থাকে সদা ত্যজি বৃথা রঙ্গ।
দয়াময়! যেন মম হৃদি সরোবরে,
চরণ সরোজ তাঁর সতত বিহরে॥

* "গকার সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ।" ইতি তন্ত্র।
অর্থাৎ গ কার সিদ্ধিদাতা, র কার পাপহারক এবং উ কার স্বয়ং শিব, এই ত্রিতয়াত্মক গুরু পরম দেবতা। অথবা গ কার জ্ঞানদ, রকার পাপ-হারক ও উ কার শিব স্বরূপত্ব প্রদ, কিংবা গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে তন্নিবারক; সুতরাং জ্ঞানান্ধকারনাশক বলিয়া এই গুরু শব্দ হইয়াছে।

শিব-নামাবলী স্তোত্র ।

(বর্ণমালানুসারে)

(১)

জয় অষ্টমূর্ত্তি, অগতির গতি,
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে ।
অনড ান ধ্বজ, অনঙ্গ বিজয়ী
অক্ষ মালা দোলে গলে ॥
অনাথের নাথ অবধূত প্রিয়
আদি দেব আশুতোষ ।
ত্বং আগম বেত্তা ঈশান ঈশ্বর
ত্বং উমাপতি উমেশ ॥
জয় উর্দ্ধরেতাঃ উরগ ভূষণ
ত্বংহি ঋষভবাহন ।
ওঙ্কার স্বরূপ কপর্দ্দী কপালী
জয় কন্দর্প মারণ ॥
জয় কৃত্তিবাস কপাল মালক
ত্বং কেউটিয়া ভূষণ ।
ত্বং করুণাময় জয় কাশীনাথ
ত্বংক্ষপাকার শোভন ॥

ত্বং কৈলাসপতি জয় হে কেদার
ত্বং গিরীশ গঙ্গাধর।
ত্বং গরল পায়ী গণেশ জনক,
চন্দ্রচূড় জটাধর॥

জয় চন্দ্র মৌলী চতুর্ব্বর্গদাতা
জয় চিদ্রূপ চিন্ময়।
চিন্তা ভিসারক জগৎ জনক
জিতেন্দ্রিয় জ্যোতির্ম্ময়॥

জীবাত্মা স্বরূপ জগৎ তারক
জগত মনোমোহন।
জাহ্নবী শিরেতে ডমরু করেতে,
ঢুলু ঢুলু সদা নয়ন॥

ত্র্যম্বক ত্রিশূলী জয় ত্রিপুরারী
তারাপতি ত্রিলোচন।
ত্বংহি তন্ত্র বেত্তা ত্বং তত্ত্ব স্বরূপ
ত্বং ত্রিগুণ বিভূষণ॥

ত্বংহি ত্রাস ত্রাতা ত্বংহি তেজোময়
দয়াময় দিগম্বর।
জয় দেব-দেব জয় দীননাথ
দর্পহারী দণ্ডীশ্বর॥

ত্বং ধূর্জ্জটী ধ্রুব ত্বং ধুস্তর প্রিয়
নন্দীকেশ নিরঞ্জন।

জয় নীল বস্ত্র ত্বং নীল-লোহিত,
নকুল নাগভূষণ ॥

পুরুষার্থ * দাতা পরম পুরুষ
প্রেত পিশাচ কারণ।

ত্বং হি পশুপতি পিণাক পণ্ডিত
পবনা[illegible] ভূষণ ॥

জয় পঞ্চানন ত্বং প্রমথনাথ
জয় প[illegible]বন।

পার্ব্বতী প্রাণেশ ফুলধনু হর
জয় [illegible]ভূষণ ॥

জয় ভদ্রেশ্বর ভক্ত বৎসল
ত্বং [illegible] বিভূষণ।

জয় ভোলানাথ ত্বং হি ভূতনাথ
ভূ[illegible]ভাবন ॥

ত্বংহি ভর্গ ভব ভৈরব স্বরূপ
ত্বং [illegible]শন।

মদন বিজেতা মরুৎ স্বরূপ
[illegible] মন্থন ॥

---

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও [illegible]

জয় মহাকাল ত্বংহি মহাদেব
মহাপাতকি তারণ।
ত্বংহি মুক্তি দাতা মন্ত্র দাতারূপ
ত্বং মহামারী বারণ॥

মৃঢ় মৃত্যুঞ্জয় মহামহোদয়
মহাপুরুষ মহেশ।
জয় মহাযোগী যোগমায়া পতি
ত্বং যজ্ঞেশ্বর যোগেশ॥

জয় রুদ্রদেব রুদ্রাক্ষ ধারক
রবিজ-ভয়-বারণ।
ত্বং রেবতা পতি রাজ-রাজেশ্বর
ত্বং রতি-পতি মারণ॥

জয় লোকনাথ ত্বংহি লিঙ্গরূপী
বিরূপাক্ষ বাণেশ্বর।
বিষাক্ত কণ্ঠক বিষাণ বাদক
ব্যাঘ্রাম্বর বিশ্বেশ্বর॥

জয় বৈদ্যনাথ ত্বং বীজ পুরুষ
জয় হে বৃষবাহন।
বারাণসী বাসী ত্বংহি বিশ্বনাথ
জয় বিভূতি ভূষণ॥

জয় ব্যোমকেশ ত্বংহি বৃষধ্বজ
শমন শঙ্কা বারণ।
গিরীশ শঙ্কর শিবা মনোহর
জয় হে শশিভূষণ ॥

জয় শর্ব্ব শিব শশাঙ্ক শোভন
শিব দাতা শুভঙ্কর।
শমন দমন ত্বং শত্রু মর্দ্দন
ত্বং শ্রীকণ্ঠ শূলধর ॥
শ্মশানে নাটক ত্বং শূলী শঙ্কর
জয় হে শশিশেখর।
সংসার তারক শঙ্কট নাশক
ত্বং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর।
সংহার প্রবৃত্ত জয় সতীনাথ
সদানন্দ সনাতন।
জয় সিদ্ধিনাথ ত্বং সচ্চিদানন্দ
ত্বংহি সুরারিনাশন ॥
জয় সুরেশ্বর ত্বংহি সর্ব্বময়
জয় স্থাণু স্মর-হর।
সন্তান * রূপ হলাহল পায়ী
হৈমবতী নাথ হর ॥

* কল্প বৃক্ষ।

(২)

শ্যা—মা পতি শিব দাতা ত্বংহি শুভঙ্কর,
মা-য়া জয়ী মহাযোগী মৃড় মহেশ্বর।
দা—ক্ষায়ণী পতি ত্বংহি দেব দিগম্বর,
স—দানন্দ সতীনাথ ত্বংহি স্মর-হর ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণে শোকোচ্ছ্বাস।

নবীন ঝঙ্কারে বীণা সুষুপ্ত বঙ্গেতে,
সহসা জাগ্রত করি বঙ্গবাসী সবে।
নবীন আলোকে দীপ্ত নবীন প্রভাতে
নবীন বীণার ধ্বনি কেন রে নীরবে॥

কে বাজাবে আর হায় নবীন উদ্যমে,
ধরিয়ে নবীন তান মধুর ঝঙ্কারে।
ত্যজিয়ে সাধের বীণা এই মর্ত্তভূমে,
স্বর্গগত বাদ্যকর চিরদিন তরে॥

কোথা হে কবীন্দ্র তুমি কোন্ অভিমানে
ত্যজিলে অকালে হায় বঙ্গবাসিগণে।
আকুল শোকেতে তব বঙ্গ নরনারী;
হের হে কাঁদিছে বীণা শোকেতে ঝঙ্কারি॥

বর্ণিতে অশেষ গুণ অক্ষম লেখনী,
গুণাকর কবিবর বিখ্যাত বঙ্গেতে।
ভারতীর বরপুত্র কবি চূড়ামণি
কলকণ্ঠ-রাজ তুমি কাব্য নিকুঞ্জেতে॥

নবীন উদ্যমে ভ্রমি কবিতা কাননে,
বিবিধ কুসুমচয় করিয়ে চয়ন;
রচিয়ে নবীন দাম তুমি সযতনে
পূজিলে হে ভক্তিভরে ভারতী চরণ॥

সাহিত্য-সেবক-অলি মধুপান লোভে,
ছুটীলা আকুল হয়ে মধুর সৌরভে!
মরি কি বিচিত্র মালা অদ্ভুত নির্ম্মাণ;
ধন্য শিল্পকর তব সুশিক্ষা মহান্॥

রোপণ করিলা সবে ভারত উদ্যানে,
বেদব্যাস ঋষি এক বিটবী মহান।
চৌদিকে বেষ্টিত কৈলা কণ্টক কাননে,
যতনে সে তরুবরে সুরক্ষা কারণ॥

কল্পতরু জিনি তরু ফল ফুলে নত,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদানে সতত।
তত্ত্বজ্ঞানী বিনে অন্যে সন্ধান না পায়;
কণ্টক কানন মাঝে পথ ভুলে যায়॥

জ্ঞান-অসি করে পশি দুর্গম বিপিনে,
পুরুষার্থ ফল তুমি করিয়ে চয়ন,
সযত্নে রোপিলে বঙ্গ সাহিত্য কাননে,
নবীন উত্তম বারি করিয়ে সিঞ্চন॥

কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তিপুষ্প সাহিত্য কাননে,
ফুটেছে আজি হে কবি তোমার কৃপায়
সযত্নে রক্ষিলে তরু বঙ্গবাসীগণে,
স্বধর্ম্ম-উন্নতি ফল লভিবে ত্বরায়॥

গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম ধর্ম্ম উপদেশ,
জটিল বেদান্ত সার সরল ভাষায়
শিখালে তুমি হে তব করুণা অশেষ ;
কবিকুল চূড়ামণি কোথা তুমি হায় !

গ্রন্থাবলী তরুমূলে মনোযোগ বারি,
সিঞ্চন করয়ে যদি বঙ্গ নরনারী ;
স্বধর্ম্ম উন্নতি ফল ফলিবে ত্বরায় ;
আলোকিত হবে বঙ্গ ধর্ম্মের প্রভায়॥

"কুরুক্ষেত্র" "রৈবতক" মনোহর শাখা,
প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে কি অমিয়মাখা।
ভাবুকের মন ভৃঙ্গ সদানন্দ ভরে,
কাব্য-সুধা পান করি যথায় ঝঙ্কারে॥

ত্রিভুবন মুগ্ধ যাঁর বীণার ঝঙ্কারে,
গ্রন্থাবলী-বীণা লভি তাঁহার কৃপায়,
সিদ্ধিলাভ কৈলে তুমি উগ্র সাধনায় ;
বাজালে নবীন বীণা সুমধুর স্বরে ॥

সুমধুর "কুরুক্ষেত্র" "রৈবতক"-তারে,
মহাভারতের গাথা সদা গান করে।
গীতার সে উপদেশ "কুরুক্ষেত্র"-তারে,
ধর্ম্মের গৌরব গান করিছে সুস্বরে ॥

অভিমন্যু উত্তরার প্রেম আলাপন,
শুনি মুগ্ধ হয় মরি প্রেমিকের মন।
স্বর্গীয় প্রেমের কথা বীর গাথা কত,
"কুরুক্ষেত্র"-তারে সদা গায় শত শত ॥

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জ্জুনের প্রতি,
"রৈবতকে" গায় সেই সুমধুর গীতি।
সেই তারে গায় কিবা সুভদ্রা হরণ,
শুনি মুগ্ধ হয় যাহে বঙ্গনারীগণ ॥

"পলাশীর যুদ্ধ"-তারে কামানের ধ্বনি,
বীরের হৃদয় শুনি হয় পুলকিত।
নবাব সেনার সেই বিপুল বাহিনী
গাহিছে সে তারে কিসে হলো পরাজিত ॥

পুলকিত বঙ্গবাসী করিয়ে শ্রবণ,
বীণা-তারে কামানের ভীষণ গর্জ্জন !
ধন্য তুমি বাদ্যকর ধন্য তব বীণা,
সার্থক হয়েছে তব বিদ্যার সাধনা ॥

যতনে যে চিত্র তুমি করেছ অঙ্কিত,
নিখুঁত সে চিত্র আহা কিবা সুরঞ্জিত ।
ধন্য তব শিক্ষা তুমি ধন্য চিত্রকর ;
গ্রন্থাবলী-চিত্র তব কিবা মনোহর ॥

নবীন চন্দ্রের কাব্য-কিরণপ্রভায়,
হয়েছিলা বঙ্গভূমি কিবা আলোকিত ।
হায় দুষ্টকাল-রাহু গ্রাসিল তাহায়,
শোকান্ধকারেতে বঙ্গ করি আচ্ছাদিত ॥

গেছেন অমর কবি অমর সভায়,
রোগ শোক তাপ আহা নাহিক যথায় ।
গাহিবে নবীন বীণা মধুর ঝঙ্কারি,
স্তুতিগান শুনি তৃপ্ত হবে সুরপুরী ॥

সুখেতে থাক হে তুমি অমর সভায়,
মর্ত্ত্য ভূমি নহে তব উপযুক্ত স্থান ।
মধুর ঝঙ্কারে পুনঃ নবীন বীণায়,
মহাভারতের গাথা কর তথা গান ॥

লভিয়ে অমূল্য নিধি কৃপায় তোমার
আবদ্ধ হয়েছে বঙ্গবাসী মহাঋণে।
কিবা হেন আছে মর্ত্ত্যে বিনিময়ে যার,
ঋণমুক্ত হবে হায় বঙ্গবাসিগণে॥

সাহিত্য সেবকগণে হয়ে সম্মিলিত,
চিত্তপটে চিত্র তব করিছে অঙ্কিত!
গ্রন্থাবলী-বীণা তব অতি যত্ন করে,
পূজিবে হে বঙ্গবাসী সবে প্রতি ঘরে॥

জাতীয় পতাকা।

সোণার ভারতে, মণির মন্দিরে,
সুউচ্চ শিখরোপরে।
উড়িতেছে ওই জাতীয় পতাকা
অনুকূল বায়ু ভরে॥
প'ত প'ত স্বরে সম্ভাষি সাদরে
ভারত সন্তানগণে।
কহিছে পতাকা "এস সবে পূজি
ভারতীর শ্রীচরণে॥
ভ্রমি সযতনে সাহিত্য কাননে
নানাবিধ ফুল তুলি।
শুভক্ষণে আজি এস দিব সবে
মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি॥
সনাতন ধর্ম্ম বিলুপ্ত ভারতে
আমাদের অযতনে।
স্বধর্ম্ম উন্নতি করহ সকলে
যত্ন করি প্রাণপণে॥
দ্বেষ হিংসা সবে, করি পরিহার
ণে পরস্পরে।

হয়ে সম্মিলিত কর কোলাকুলি
ভ্রাতৃসনে প্রীতিভরে ॥
স্বদেশ উন্নতি, করিবে যদ্যপি
স্বধর্ম্ম-উন্নতি কর।
ধর্ম্ম গাথা সবে করহ প্রচার
ভ্রমি প্রতি গৃহদ্বার ॥
জ্বালিয়ে হোমাগ্নি করিয়ে আবার
বেদমন্ত্র উচ্চারণ।
দেন ঘৃতাহুতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে
তৃপ্ত হবে দেবগণ ॥
হরি গুণগান করহ প্রচার
যত্ন করি প্রাণপণে।
গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম উপদেশ
শিক্ষা দেহ প্রতি জনে ॥
বেদান্ত করেতে, ধরিয়ে শঙ্কর
শূন্য পথে ওই হের।
করি আশীর্ব্বাদ কহিছেন সবে
বেদান্ত প্রচার কর ॥
যত আর্য্য ঋষি অলক্ষ্যেতে আজি
আশীর্ব্বাদ করে সবে।
হেন শুভক্ষণে না ত্যজিলে নিদ্রা
ভারত, শ্মশান হবে ॥

স্বধর্ম্ম উন্নতি করহ যদ্যপি
রোগ শোক নাহি রবে।
দারুণ দুর্ভিক্ষে সোণার ভারত
আর না পীড়িত হবে॥
প'ত প'ত রবে উড়িব আবার
হয়ে আমি পুলকিত।
হেরিয়ে আমারে, সমগ্র পৃথিবী
হবে কিবা চমকিত॥
ধর্ম্মের গৌরব করিয়ে স্মরণ
নবীন উদ্যমে আমি।
সুউচ্চ চূড়ায় উড়িব আবার
স্তম্ভিয়ে মরতভূমি॥
মম উপদেশ যদি না শুনিবে"
কহিছে পতাকা ধীরে।
"চূড়ার সহিতে ফেলিবে ভূমিতে
ভীম প্রভঞ্জন মোরে॥
মণির মন্দিরে সাধের পতাকা
রক্ষিবারে যদি চাও।
স্বধর্ম্ম উন্নতি কর প্রাণপণে
ধর্ম্মগাথা সবে গাও॥
তন্ত্রের সাধনা শক্তি আরাধনা
করুন সাধক সবে।

করি যোগাভ্যাস শিখিলে সমাধি,
অসাধ্য সাধন হবে ॥
ভারত সন্তান ভ্রমি প্রতিদ্বারে
গাও হরিগুণ গান।
গো-মাতার সবে করহ পালন
রাখহ নারীর মান ॥
ত্যজিয়ে বিলাস ভারত ললনা
ব্রতপূজা সবে করি।
উলুধ্বনি পুনঃ করুন সকলে
অতীত গৌরব স্মরি ॥
স্বধর্ম্ম-উন্নতি করহে যদ্যপি
রোগ শোক নাহি রবে।
সুখ সিন্ধুনীরে আবার ভারত
সুখে সন্তরণ দিবে ॥
প'ত প'ত রবে উড়িব আবার
হয়ে আমি পুলকিত।
হেরিয়ে ভারতে সমগ্র পৃথিবী
হবে ত্বরা চমকিত ॥
ধর্ম্মের গৌরব করিয়ে স্মরণ
নবীন উদ্যমে আমি।
সুউচ্চ চূড়ায় উড়িব আবার
স্তম্ভিয়ে মরতভূমি ॥"

গো-মাতার সেবা।

(১)

জনমি জননী গর্ভে যত নরগণ,
অগ্রে পৃথ্বী মাতা ক্রোড়ে করে আরোহণ।
এই হেতু পৃথিবীরে মাতৃ সম্বোধন,
করয়ে সতত মরি যত আর্য্যগণ॥

(২)

গো-দুগ্ধে করিয়ে অগ্রে জীবন ধারণ,
জননীর স্তন্য পান করে নর পরে!
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহে যত গাভীগণ,
মানবের মাতৃস্থান অধিকার করে॥

(৩)

গো-মাতার সেবা করি যত হিন্দুগণ,
সার্থক করেন তাঁরা আপন জীবন।
পৃথ্বী আর গাভী দোঁহে প্রত্যক্ষ ভাবেতে
উপবিষ্টা মানবের বিমাতৃ স্থানেতে॥

(৪)

মানবী বিমাতা সহ আছয়ে বিশেষ,
স্বপত্নী পুত্রের প্রতি নাহি হিংসা দ্বেষ ॥
উপেক্ষা করিয়ে মরি আপন শাবকে,
করয়ে পালন কিবা সতত সেবকে ॥

(৫):

অনন্ত অক্ষয় পুণ্য গো-সেবার ফল,
হিন্দু শাস্ত্রে লিপি বদ্ধ আছে এ সকল।
গাভী যদি তৃণ নাহি করয়ে ভক্ষণ,
অসিদ্ধ সে প্রায়শ্চিত্ত জানে হিন্দুগণ ॥

(৬)

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান গোলক-বিহারী,
বাল্যলীলা ছলে গো-মাতার সেবা করি ;
গোপাল, রাখাল নাম করিয়ে ধারণ,:
গো-জাতির পবিত্রতা কৈলা প্রদর্শন ॥

(৭)

দোঁহেতে সপত্নী বটে পৃথ্বী আর গাভী,
কিন্তু হিংসা দ্বেষ নাহি দোঁহাকার মনে।
পরস্পর সাহায্যেতে দোঁহে স্বাস্থ্য লভি,
পালন করয়ে সদা মানব সন্তানে ॥



(৮)

হিন্দু ও যবন আর যতেক খৃষ্টান,
যে যেথায় আছ ভাই মানব সন্তান।
পৃথ্বী আর গো-মাতায় সেবিয়া সকলে,
লভিব উন্নতি মোরা ইহ পরকালে ॥

(৯)

রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ভারত জননী,
অন্নদান করে কত দীনহীন জনে।
না বুঝি মাতার মর্ম্ম তাঁর পুত্রগণে,
অন্নাভাবে হাহাকারে কাঁপায় মেদিনী ॥

(১০)

উপেক্ষা করিয়ে হায় গো-মাতৃ সেবার,
বল বীর্য্য বুদ্ধি হীন হয়েছে সবার।
সযত্নে না করি কৃষি কার্য্যের সাধনা,
করিয়াছি পৃথ্বী মারে মোরা শস্যহীনা ॥

(১১)

স্বদেশ সেবক তুমি বৃথা কেন হায়,
বাগ্মিতা প্রকাশ কর বিরাট সভায়।
স্বদেশ উন্নতি সত্য যদ্যপি করিবে,
গো-সেবা ব্যতীত আশা পূর্ণ না হইবে।

(১২)

যেহেতু গো-জাতি হের করিছে রক্ষণ,
মানব শিশুর সদা অমূল্য জীবন।
কিরূপেতে গো-জাতির সাহায্য ব্যতীত,
ভারতীয় কৃষি কার্য্য হবে সংশোধিত ?

(১৩)

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় বাণিজ্য কারণ,
গো-জাতিই বহু কষ্ট করিয়া স্বীকার।
দূরদেশে পণ্য দ্রব্য করিয়া বহন,
নির্ব্বাহ করিছে সদা বাণিজ্য ব্যাপার ॥

(২৪)

উপেক্ষা করিয়ে হায় গো মাতৃ সেবায়,
যজ্ঞের প্রধান দ্রব্য ঘৃতের বিকৃতি।
ব্রাহ্মণের বেদ মন্ত্র বীর্য্য হীনতায়,
হয়েছে ভারতে তাহে এহেন দুর্গতি ॥

(১৫)

অর্ঘ্য পাত্রে পঞ্চ গব্য বিকৃতি কারণ,
চৈতন্য বিহীন আজি যত দেবগণ।
অতৃপ্ত হয়েছে আজি হায় পিতৃলোক,
অভিশাপ দেন বুঝি হৃদে পেয়ে শোক ॥

(১৬)

কিরূপে বর্ণিব আমি গো-জাতি মহিমা,
কত গুণ আছে মরি নাহি তার সীমা ॥
মাতৃরূপে সদা তারা স্তন্য দুগ্ধ দানে,
পোষণ করিছে কিবা মানব সন্তানে ॥

(১৭)

পিতৃরূপে কৃষি কার্য্যে সহায়তা করে,
পালন পোষণ করে ভারতবাসীরে।
ভৃত্যরূপে করি তারা শকট চালন,
পণ্য দ্রব্য সদা হায় করিছে বহন ॥

(১৮)

হইয়াছে সপ্রমাণ অধুনা বিজ্ঞানে,
মহামারী উপস্থিত হইবে যে স্থানে ;
গোময়ের ব্যবহার পারে করিবারে
ফিনাইল পরিবর্ত্তে সবে প্রতি ঘরে ॥

(১৯)

মাতৃ, পিতৃ, ভৃত্য চিকিৎসক গুণাবলী,
সর্ব্বগুণ যে জীবেতে রয় একাধারে।
পশু বা ঈশ্বর তায় ডাকিব কি বলি,
বিজ্ঞজন দয়া করি ব'লে দাও মোরে ॥

(২০)

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আসনে,
হিন্দুশাস্ত্র গো-মাতায় করিয়ে স্থাপিত।
পূজার ব্যবস্থা করি সানন্দিত মনে,
ভগবতী নামে মরি কৈলা অভিহিত॥

(২১)

সযতনে গো-মাতায় করিয়ে পালন,
পূজিতেন বশিষ্ঠাদি আর্য্য ঋষিগণ।
হিন্দু শাস্ত্রে আছে বহু অপূর্ব্ব কাহিনী;
বিচিত্র সে কামধেনু সুরভি-নন্দিনী॥

(২২)

ভারত সন্তান হায় যে দিন হইতে,
উপেক্ষা করিলা মরি গো-জাতি সেবিতে।
সেই দিন কৃষি কার্য্যে হৈলা অবনতি,
বাণিজ্য হইলা ধ্বংস স্বাস্থ্যের বিকৃতি॥

(২৩)

গো-চারণ ক্ষেত্র নাহি আজিরে ভারতে,
স্বাস্থ্য-হীন হয়ে গরু প্রত্যেক বর্ষেতে।
কালের করাল গ্রাসে যায় লক্ষ লক্ষ;
সে দিকে ভ্রমেও কেহ নাহি করে লক্ষ্য॥

(২৪)

বল দান করে বলি করে অভিহিত,
বলদ নামেতে বৃষে বঙ্গ দেশে সবে।
জন্মে না বলিষ্ঠ বৎস আর পূর্ব্বমত,
উপযুক্ত বলবান বৃষের অভাবে ॥

(২৫)

ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্র তাহে শস্যহীন,
অন্তর-বাণিজ্য প্রায় বিলুপ্ত ভারতে।
দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি ক্রমে হয় প্রতি দিন,
ভাসিছে ভারতবাসী দুঃখ-সমুদ্রেতে ॥

(২৬)

কি ক'ব দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়,
বিদেশ হইতে দুগ্ধ আসিছে কৌটায়।
বিদেশ হইতে দুগ্ধ না আসিলে দেশে,
ভারতবর্ষীয় শিশু রক্ষা পাবে কিসে ?

(২৭)

স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হতেছে এক্ষণে,
এক মাত্র গোজাতিরে অবজ্ঞা কারণে।
হয় নাই গোজাতির শুধু অধোগতি,
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এহেন দুর্গতি ॥

(২৮)

যদ্যপি ভারতবাসী করি প্রাণপণ,
রক্ষিবারে পারে সবে যতনে গোধন।
গো-মাতৃ সেবার ফলে উন্নতি লভিবে,
সুখ-সিন্ধু-নীরে পুনঃ সানন্দে ভাসিবে॥

(২৯)

কতকাল আর হায় হে ভারতবাসী,
গো-মাতৃ সেবায় সবে উপেক্ষা প্রকাশি,
মোহ-নিদ্রা ঘোরে হায় হয়ে অচেতন,
ভারতের এ দুর্গতি করিবে দর্শন॥

(৩০)

হিন্দু ও যবন আর যতেক খৃষ্টান,
যে যথায় আছ সবে মানব সন্তান।
দ্বেষ হিংসা পরিহরি করি প্রাণপণ,
এসো ভাই করি সবে গোশালা স্থাপন॥

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম-সংস্কার।

নন্দন কানন সম সোণার ভারতে,
হরিপ্রিয়া কমলার ক্রীড়া নিকেতন।
হেন সুখময় স্থান ছিল কি মরতে ?
জন্মিতে যে স্থানে বাঞ্ছা করে দেবগণ॥

হেন সুখময় স্থানে আজি কি কারণ,
ভয়ঙ্কর বিভীষিকা করি দরশন।
নানাবিধ রোগ শোকে হয়ে জর্জ্জরিত ;
সোণার ভারত আজি ভস্মে পরিণত॥

শৃগাল ও শকুনির অশিব চীৎকারে,
ভয়ে কার প্রাণ নাহি হয় আতঙ্কিত।
শ্মশানের চিতা ধুমে আবৃত তিমিরে,
হইয়াছে হের আজি সমগ্র ভারত॥

অন্নহীন আজি অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার,
অন্নাভাবে সবে হায় করে হাহাকার।
সনাতন ধর্ম্ম-পথ করি পরিহার,
অচিরে ভারত বুঝি হবে ছার খার।

সনাতন ধর্ম্ম-পথ ভারত ভিতরে,
মগন হয়েছে আজি ভীম অন্ধকারে।
দুঃখের দুঃস্বপ্ন হেরি ভারত সন্তান,
বিকট চীৎকার করে হয়ে হতজ্ঞান॥

জাগ্রত না হয় কেহ বিকট চীৎকারে।
উদ্বেলিত উত্তেজিত স্বপন বিকারে!
পথিক জিজ্ঞাসে পথ কে দিবে উত্তর,
স্বপনে প্রলাপ বাক্য কহে নিরন্তর॥

ঘোর আজ ধর্ম্ম-পথে ভীম অন্ধকার,
রাক্ষস পিশাচে করে সুখের সঞ্চার।
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ভীম জন্তুগণ,
বিকট চীৎকারে পথ করিলা ভীষণ॥

ধর্ম্ম-পথে আর্য্য ঋষি করিলা স্থাপন,
সুউজ্জ্বল শাস্ত্র-দীপ করিয়া যতন।
সহস্র খণ্ডেতে চূর্ণ হয়ে আজি হায়,
অযতনে শাস্ত্র-দীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়॥

ধন্যরে সে দেশ যার প্রতি ধূলিকণা,
ভগবৎ পদস্পর্শে হয় পবিত্রিত।
ধন্যরে সে দেশ যথা করিয়া করুণা,
সাধু পরিত্রাণে দেব হন আবির্ভূত॥

কর্ম্ম শিক্ষা দেন জীবে আপনি বিধাতা
যজমান মূর্ত্তি যথা করিয়া গ্রহণ।
ধর্ম্ম বিপ্লবেতে যথা নিজে বিশ্বপিতা,
অবতরি করে হায় ধর্ম্ম সংস্থাপন॥

ধন্যরে সে দেশবাসী আত্মোদ্ধার আশে,
জগত মঙ্গল যাঁরা করেন সাধন।
আচারের হ্রাস বৃদ্ধি নাহি যেই দেশে,
ধন্যরে সে দেশ যার ধর্ম্ম সনাতন॥

ধন্যরে সে দেশ যার কর্ম্ম সমুদয়,
শাস্ত্রের নিয়মে সদা হয় নির্ব্বাহিত।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যে দেশেতে অভিন্ন হৃদয়;
কর্ত্তব্য-অভ্যাস দোঁহে হয় সম্মিলিত॥

ধন্যরে সে দেশ যার সমাজ-বিজ্ঞান,
হেরিয়া সমগ্র ধরা হয় চমকিত।
ধন্যরে সে দেশবাসী লভি ব্রহ্মজ্ঞান,
অদ্বৈত পরম তত্ত্বে হয় উপনীত॥

ধন্যরে সে দেশবাসী করি প্রাণপণ
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যারা করেন পালন।
ধর্ম্ম-পথ আজি হায় ভারত ভিতরে
মগন হয়েছে হের ভীম অন্ধকারে॥

অতি ক্ষীণ আলোরেখা হের স্থানে স্থানে
সরল পথিকগণে বিপথে চালায়।
বিজাতীয় আলো উহা জ্বলে কেরোসিনে
আবৃত হইলা পথ যাহার ধোঁয়ায় ॥

মিত্রবেশী শত্রু করে পথের সংস্কার,
সনাতন ধর্ম্ম-পথ করিয়া সংহার
বিজাতীয় ধর্ম্ম পথে করিয়া গমন ;
ভারত সন্তান আজি আনন্দে মগন ॥

বিজাতীয় ধর্ম্মালোকে হয়ে আলোকিত
হয়েছে ভারতবাসী অতি সুশিক্ষিত।
সুসভ্য হয়েছে তারা পেয়েছে আলোক,
অসভ্য লেখক বৃথা কেন করে শোক ॥

সুশিক্ষিত হয়ে সবে লভিয়াছে জ্ঞান,
শ্রী·বেদ হইলা তাহে কৃষকের গান।
ব্যথা পাই প্রাণে হায় বলিতে সে কথা ;
উঠাইতে চায় সবে জাতিভেদ প্রথা ॥

ওরে কুলাঙ্গার কেন মত্ত অহঙ্কারে,
করি শিক্ষা বিজাতীয় বাহ্যিক বিজ্ঞান।
বহু পূর্ব্বে আর্য্য ঋষি ভারত মন্দিরে,
রচিলা বিজ্ঞান সার নাহি কিরে জ্ঞান ?

শিক্ষা করি রাজনীতি কি লভিলে জ্ঞান
শিখিয়াছ কত রূপ শাসন বিধান ?
জান না কি রাজবিধি করিলে লঙ্ঘন,
দণ্ড দান করি রাজা করেন শাসন ?

জান নাকি কেবা এই বিশ্বের সম্রাট,
ত্রিভুবনময় যাঁর সাম্রাজ্য বিরাট ?
যাঁহার শাসন-বিধি শাস্ত্র নামে খ্যাত
লঙ্ঘিছ সে বিধি হায় কেন অবিরত ?

জগতে যদ্যপি সবে চাহ বাঁচিবারে,
হিন্দুবংশ যদি হায় চাহ রক্ষিবারে।
স্বধর্ম্মে করিয়ে সবে বিশ্বাস স্থাপন
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সবে করহ পালন ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।



সর্ব্বানন্দ ঠাকুর

(পূর্ব্ব বৃত্তান্ত)

দাস রাজ নামে ভূপ পূরব বঙ্গেতে।
চাঁদপুর সন্নিকট মেহার * গ্রামেতে ॥
স্থাপি নিজ রাজধানী কৈলা আনয়ন।
রাঢ় দেশবাসী এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের শুদ্ধাচার হেরি নরপতি।
বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর দিয়ে করান বসতি ॥
দাস রাজ হয়ে অতি আনন্দে মগন।
দ্বিজ সন্নিধানে মন্ত্র করিলা গ্রহণ ॥
রাজ-গুরু রূপে সেই বিজ্ঞ দ্বিজবর।
করেন বসতি আনন্দেতে নিরন্তর ॥

---

* চাঁদপুর ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল মেহার গ্রাম। পৌষ সংক্রান্তিতে ও ৺পূজার পর মহামেলা হয়।

বহুদিন পরে সেই সাধক ব্রাহ্মণ।
গঙ্গা স্নান করিবারে করেন গমন ॥
স্নান করি গঙ্গা গর্ভে ধ্যানেতে মগন।
ইষ্ট মন্ত্র জপ দ্বিজ করে বহুক্ষণ ॥
সহসা আকাশ বাণী করেণ শ্রবণ।
কামাখ্যা ধামেতে দ্বিজ করহ গমন ॥
শুনিয়া আকাশ বাণী সানন্দ অন্তরে।
জপ শেষ করি দ্বিজ উঠিলেন তীরে ॥
তীরেতে উঠিয়া দ্বিজ করে দরশন।
জনেক বালক তথা করিছে রোদন ॥
পিতৃ মাতৃহীন শিশু হেরিয়া ব্রাহ্মণে।
করিলা আশ্রয় ভিক্ষা তাঁর সন্নিধানে ॥
দ্বিজ বলে হে বালক কিবা তব নাম।
কাহার সন্তান তুমি কোথা তব ধাম ॥
বালক কহিলা তবে শুন মহাশয়।
পূর্ণচন্দ্র নাম মম পু'য়ে সবে কয় ॥
হইয়াছি শৈশবেতে মাতৃ পিতৃ হীন।
অন্নাভাবে উপবাস করি বহুদিন ॥
কোন্ জাতি কেবা মোর জনক জননী।
কোথা জন্মস্থান তাহা কিছু নাহি জানি ॥
অন্ন বস্ত্রাভাবে আমি ভ্রমি নানা স্থানে।
কৃপা করি স্থান দে'হ তব শ্রীচরণে ॥

শুনি দ্রবীভূত হৈল ব্রাহ্মণের মন।
বালকেরে সঙ্গে লয়ে করেন গমন॥
কামাখ্যা ধামেতে আসি অতি ভক্তিভরে।
ধর্ণা দিয়ে রহিলেন মায়ের মন্দিরে॥
সহসা তৃতীয় দিনে উঠিলা ব্রাহ্মণ।
সকাতরে পূর্ণচন্দ্র কহিলা তখন॥
দেবীর আদেশ কিবা হইলা তোমারে।
হে ঠাকুর দয়া করে কহ তাহা মোরে॥
দ্বিজ বলে গুপ্ত কথা না বলিও কারে।
জননী আদেশ এই দিলেন আমারে॥
নিজ পৌত্র রূপে আমি সত্বর জন্মিব।
সেই জন্মে জননীর দর্শন লভিব॥
এত বলি দ্বিজবর পূর্ণচন্দ্রে লয়ে।
উপনীত হইলেন আপন আলয়ে॥
পুত্রেরে রাখিয়া দ্বিজ অল্পদিন পর।
সজ্ঞানেতে ত্যজিলেন নিজ কলেবর॥
হইলেন পূর্ণচন্দ্র বিষাদে মগন।
শোকাকুল হয়ে কাঁদে পুত্র পরিজন॥

(সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জন্ম ও তাঁহার সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্তি)

কিছুদিন পরে তাঁর জন্মে পৌত্রগণ।
পৌত্রগণে হেরি পূর্ণ আনন্দে মগন॥

নিজ মনে পূর্ণচন্দ্র ভাবে অনুক্ষণ।
পৌত্রগণ মধ্যে মম কর্ত্তা কোন্ জন ॥
কোন্ জন জননীর দর্শন লভিবে!
যাঁহার কৃপায় মোর বাসনা পূরিবে ॥
মনে মনে ভাবি কিছু বুঝিতে না পারে।
পৌত্রগণে প্রাণপণে সদা যত্ন করে ॥
পূর্ণচন্দ্রে মান্য করে সদা পৌত্রগণ।
"পূঁয়ে দাদা" বলি তারে করে সম্বোধন ॥
সযতনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাশিক্ষা কৈলা।
কনিষ্ঠ হইলা মূর্খ বিদ্যা না শিখিলা ॥
রাজার সভায় জ্যেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লভিলা!
সানন্দেতে রাজা তারে বহু বৃত্তি দিলা ॥
কনিষ্ঠ হইলা মূর্খ বিদ্যা নাহি শিখি।
সারাদিন গাছে উঠি ধরিতেন পাখী ॥
"সববা" বলি সবে তাঁরে করে সম্বোধন।
একদা সে রাজবাড়ী করিলা গমন ॥
রাজসভা মধ্যে তাঁরে হেরি নরপতি।
ভক্তি ভরে করিলেন চরণে প্রণতি ॥
সমাদর করি রাজা জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
কি তিথি ঠাকুর আজি বলুন আমারে ॥
অমাবস্যা দিনে তিনি পূর্ণিমা কহিয়া।
আপন গৃহেতে ত্বরা গেলেন ফিরিয়া ॥

সভাসদগণ তাহা করিয়া শ্রবণ।
বহু নিন্দা কৈলা তাঁর মূর্খতা কারণ ॥
অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার সভায়।
আসিয়া সকল কথা শুনিলা তথায় ॥
লজ্জায় ঘৃণায় তিনি অতি ক্রোধ ভরে।
স্বগৃহেতে আসিলেন কিছুক্ষণ পরে ॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতায় বহু করি তিরস্কার।
ক্রোধ ভরে করিলেন অত্যন্ত প্রহার ॥
কনিষ্ঠ ঠাকুর তবে করিয়া রোদন।
শয়ন গৃহেতে আসি করিলা শয়ন ॥
ছোট বধূ ঠাকুরাণী সারিয়া রন্ধন।
সযতনে পাতিলেন সকল আসন ॥
সকলে আসিয়া তবে বসিলা ভোজনে।
কনিষ্ঠ ঠাকুর কিন্তু রহিলা শয়নে ॥
ক্ষণ পরে পূর্ণচন্দ্র করি আগমন।
"কোথা সব্বা ভাই" বলি ডাকিলা তখন
জ্যেষ্ঠ বলে পূঁয়ে দাদা শুন, সব্বা ভাই
সকলের অন্নে বুঝি মাখাইবে ছাই ॥
পূর্ণ বলে কেন কি করেছে সব্বা ভাই।
সকলে ভোজন কর সব্বা কেন নাই ॥
জ্যেষ্ঠ বলে শুন তার মূর্খতা কারণ।
রাজসভা মধ্যে যেতে করেছি বারণ ॥

নাহি জানে লেখা পড়া অজ্ঞান সে জন।
কি জানি কি বলে তথা ভয় সে কারণ ॥
শুনি তার কথা রাজা রাগান্বিত হবে।
সেই সঙ্গে আমাদের অন্ন মারা যাবে ॥
নিষেধ করেছি তারে আমি সে কারণ।
রাজসভা মধ্যে যেন না করে গমন ॥
না বলি কাহাকে কিছু, অদ্যকার প্রাতে।
একাকী গিয়াছে মূর্খ রাজার সভাতে ॥
প্রণাম করিয়া রাজা বহু সমাদরে।
কি তিথি ঠাকুর আজি জিজ্ঞাসেন তারে ॥
হতভাগ্য গণ্ড মূর্খ অমাবস্যা দিনে।
পূর্ণিমা বলেছে আজি রাজ সন্নিধানে ॥
অবশেষে আমি গিয়া রাজার সভায়।
শুনিয়া সকল কথা মরিনু লজ্জায় ॥
গুরুবংশে হেন গরু করি দরশন।
লজ্জায় নৃপতি নিজে কিছু নাহি কন্ ॥
কিন্তু তীব্র উপহাস করে সভ্যগণ।
লজ্জায় মরিনু তাহা করিয়া শ্রবণ ॥
বল দেখি পুঁয়ে দাদা কিবা অপমান।
ইচ্ছা হয় ত্যজি প্রাণ করি বিষ পান ॥
পিতা পিতামহ মোর পণ্ডিত সকলে।
বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর পান, পাণ্ডিত্যের বলে ॥

কিন্তু হায় হতভাগ্য সব্বার জ্বালায়।
বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর বুঝি না থাকে বজায়॥
পূর্ণ বলে সব কথা করিনু শ্রবণ।
ভোজনে সে না বসিলা কিসের কারণ॥
জ্যেষ্ঠ বলে গৃহে আসি কৈনু দরশন।
গৃহাঙ্গনে বসি করে তামাকু সেবন॥
ধান্য রাশি ছিল রৌদ্রে শুষ্কের কারণ।
কতিপয় গরু তাহা করিছে ভক্ষণ॥
সম্মুখে গরুতে তার খাইতেছে ধান।
লক্ষ্য নাহি, চক্ষু মুদি করে ধূম পান॥
দরশন করি তাহা করি তিরস্কার।
ক্রোধ ভ'রে করিয়াছি তাহারে প্রহার॥
পূর্ণচন্দ্র শুনি তাহা অতি ক্রোধ ভ'রে।
তিরস্কার করি বহু জ্যেষ্ঠ ঠাকুরেরে॥
কোথা সব্বা ভাই মোর বলি ত্বরান্বিতে।
প্রবেশ করিলা তার শয়ন গৃহেতে॥
পূর্ণে হেরি সর্ব্বানন্দ কাঁদিয়া উঠিল।
ক্রন্দন করিয়া পূর্ণ কহিতে লাগিল॥
কেন ওরে সব্বা ভাই করহ ক্রন্দন।
মন দিয়া শুনঃতুমি আমার বচন॥
তাল পত্র কাটি অদ্য কর আনয়ন।
লেখা পড়া শিক্ষা দিব করিয়া যতন॥

লেখা পড়া শিক্ষা হেতু কর প্রাণপণ।
অবশ্য শিখিবে বিদ্যা পাঠে দিবে মন॥
এক্ষণেতে শুন তুমি বচন আমার।
ক্রন্দন ত্যজিয়া চল করিবে আহার॥
সর্ব্বানন্দ বলে দাদা শুনহ বচন।
লেখা পড়া শিক্ষা নাহি হয় যতক্ষণ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি জল স্পর্শ না করিব।
অনশনে এ ঘৃণিত পরাণ ত্যজিব॥
পূর্ণচন্দ্র বহুরূপে বুঝাইয়া তাঁরে।
ভোজনে সম্মত নাহি করিবারে পারে॥
বিষাদিত মনে নিজে থাকি অনশনে।
গোপাল লইয়া পূর্ণ গেল গোচারণে॥
দ্বিপ্রহরে সকলের ভোজন শেষেতে।
আসিলেন ছোট বধূ শয়ন গৃহেতে॥
স্বামীর দুঃখেতে সতী আছে অনাহারে।
স্বামীরে বুঝান তিনি বিবিধ প্রকারে॥
ভোজন করিতে বহু অনুরোধ কৈলা।
কিন্তু সর্ব্বানন্দ তাঁর কথা না শুনিলা॥
ক্ষণ পরে আসি তিনি নগর প্রান্তরে।
উঠিলেন তাল বৃক্ষে পত্র কাটিবারে॥
ভীষণ ভুজঙ্গ এক করিয়া গর্জ্জন।
উদ্যত হইল তাঁরে করিতে দংশন॥

অসীম সাহসে তিনি ধরিয়া তাহারে।
খণ্ড খণ্ড করিলেন তালবৃন্ত ধারে॥
তাল-পত্র কাটি তবে সানন্দে নামিলা।
অদূরে জনেক যোগী সমস্ত হেরিলা॥
সবিস্ময়ে যোগীবর কহেন তাঁহারে।
কি হেতু উঠিলে তুমি তালবৃক্ষোপরে॥
সর্ব্বানন্দ বলে আমি লেখা শিখিবারে।
উঠেছিনু বৃক্ষে তাল-পত্র কাটিবারে॥
আপাদ মস্তক তার করি নিরীক্ষণ।
হইলেন যোগীবর ধ্যানেতে মগন॥
উন্মীলিত করি আঁখি ক্ষণকাল পরে।
কহিলেন যোগীবর সুমধুর স্বরে॥
পেয়েছ অনেক কষ্ট ভীষণ প্রহারে।
সে কারণে আছ আহা তুমি অনাহারে॥
লেখা পড়া নাহি শিখি করিয়াছ পণ!
বিন্দুমাত্র জল নাহি করিবে গ্রহণ॥
কোথা গেল পূর্ণচন্দ্র বলহ আমায়।
সর্ব্বানন্দ বলে তুমি জান কি তাহায়?
শুন মোর পুঁয়ে দাদা লেখা পড়া জানে।
পৃথিবীতে তারে বুঝি সকলেই চিনে॥
তাল-পত্র কাটিবারে আমায় কহিয়া।
গরু পাল লয়ে মাঠে গিয়াছে চলিয়া॥

রাগে মোর পুঁয়ে দাদা আছে অনাহারে
রাত্রিতে সে লেখা পড়া শিখাইবে মোরে
শৈশবে হয়েছি মাতৃপিতৃহীন হায়।
পুঁয়ে দাদা যত্ন করি পালিল আমায়॥
বয়স অধিক তব কন্ যোগীবর।
হইবে অনেক দেরী, না হবে সত্বর॥
কিন্তু যদি শুন তুমি আমার বচন।
পার যদি মমাদেশ করিতে পালন॥
অন্ধকার রাত্রি মধ্যে সকল বিদ্যায়।
পরম পণ্ডিত তুমি হইবে নিশ্চয়॥
সর্ব্বানন্দ বলে তাহা অবশ্য পারিব।
না পারি তখন আমি পরাণ ত্যজিব॥
এত বলি সর্ব্বানন্দ কাঁদিতে লাগিলা।
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর চরণে ধরিলা॥
শুভক্ষণে যোগী তবে সানন্দ অন্তরে।
গোরচনা লয়ে তাঁর বক্ষের উপরে॥
লিখিলেন মহামন্ত্র করিয়া যতন।
উত্তরীয় বস্ত্রে তাহা করি আচ্ছাদন॥
কহিলেন শুন যুবা আমার বচন।
সাবধানে গৃহে তুমি করহ গমন॥
আমার সকল কথা গোপনে রাখিবে
একমাত্র পূর্ণচন্দ্রে সকল কহিবে॥

বক্ষের লিখিত মন্ত্র তারে পড়াইয়া।
শুনিবে হে তুমি তাহা সতর্ক হইয়া॥
ঘোর নিশাযোগে আজি যাইয়া শ্মশানে।
একাগ্র চিত্তেতে তুমি বসি শবাসনে॥
অবিরাম এই মন্ত্র নির্ভয়ে জপিবে।
মায়ের দর্শন তাহে অবশ্য পাইবে॥
যাহা ইচ্ছা বর লাভ করিতে পারিবে।
যত বিদ্যা চাও তুমি তাহাই লভিবে॥
এতেক বলিয়া যোগী হৈলা অন্তর্ধান।
সানন্দেতে সর্ব্বানন্দ গৃহে ফিরি যান॥

(সর্ব্বানন্দের শব-সাধন এবং সিদ্ধি লাভ)

ধেনুপাল লয়ে পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যাকালে।
গৃহেতে ফিরিয়া ধেনু বাঁধেন গো-শালে॥
সানন্দেতে সর্ব্বানন্দ যাইয়া সে স্থানে।
কহিলা সকল কথা তাঁহারে গোপনে॥
সবিস্ময়ে সব কথা করিয়া শ্রবণ।
বক্ষোলিপি হেরি পূর্ণ আনন্দে মগন॥
আপন মনেতে পূর্ণ ভাবিছে তখন।
এতদিনে বুঝিলাম কর্ত্তা এই জন॥
মহাকালীকার মহাবীজাঙ্কিত বক্ষে।
দাঁড়াইয়া মহাগুরু আমার সমক্ষে॥

ত্রিপুরুষ পরে আজি লভিনু কর্ত্তারে।
শুভদিন হলো আজি এতদিন পরে ॥
এইরূপে সবিস্ময়ে পূর্ণ আদ্যোপান্ত।
ভাবিতে লাগিল মনে পূর্ব্বের বৃত্তান্ত ॥
রোমাঞ্চ কম্পিত দেহ হয় ক্ষণে ক্ষণে।
অবিরল অশ্রুধারা পড়ে দুনয়নে ॥
সর্ব্বানন্দ হেরি তবে পূর্ণের রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারে কহেন তখন ॥
সারাদিন তুমি দাদা আছ অনশনে।
কষ্ট তায় উপবাসে রৌদ্রে গো-চারণে ॥
কনিষ্ঠ বধূরে ডাকি করহ ভোজন।
সযতনে রাখিয়াছে অন্নাদি ব্যঞ্জন ॥
অনশনে যদি তুমি পরাণ ত্যজিবে।
বল দাদা তবে মোর গতি কি হইবে ॥
শুনি তাহা পূর্ণচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল।
আলিঙ্গন করি তারে কহিতে লাগিল ॥
কি গতি হইবে তব মরি যদি আমি।
ভাবনা হয়েছে, তাই কাঁদিতেছ তুমি ॥
এত বলি পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া উঠিল।
হাসি হেরি সর্ব্বানন্দ অবাক হইল ॥
কান্নার সহিত হাসি সুন্দর কি মরি।
ভাষায় সে ভাব হায় বর্ণিতে না পারি

সর্ব্বানন্দ বলে মাঠে করিয়া গমন।
করিয়াছ বুঝি দাদা গঞ্জিকা সেবন ?
পূর্ণ বলে টানি নাহি গঞ্জিকা মাঠেতে।
টানায়েছ তুমি তাহা কামাখ্যা পীঠেতে॥
ত্রিপুরুষ ঘুরে মরি তাহার নেশায়।
ছুটিবে সে নেশা আজি তোমার কৃপায়॥
কিছুক্ষণ পরে তবে সন্ধ্যা হলে গত।
শ্মশানেতে দুই জন হৈলা উপনীত॥
শ্মশান মাঝারে এক বটবৃক্ষ ছিল।
সে স্থানে আসিয়া পূর্ণ কহিতে লাগিল॥
এত রাত্রে শব কোথা করি অন্বেষণ।
আমি যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥
অধোমুখে আমি নিজে করিব শয়ন।
মম পৃষ্ঠোপরি তুমি করহ আসন॥
একমনে সেই মন্ত্র সতত জপিবে।
হেরিয়া অদ্ভুত দৃশ্য ভয় না করিবে॥
যতক্ষণ মাতার না পাবে দরশন।
জপিবে সে মন্ত্র তুমি না ত্যজি আসন॥
তুষ্ট হয়ে যবে মাতা করি আগমন।
কহিবে কি বর বাছা করিবে গ্রহণ॥
প্রণমি বলিও তাঁরে শুনগো জননী।
পূঁয়ে দাদা জানে তাহা আমি নাহি জানি॥

আমার সকল কথা মনেতে রাখিবে।
নির্ভয় অন্তরে মন্ত্র সতত জপিবে ॥
সর্ব্বানন্দ বলে দাদা ভয় না করিব।
এক মনে মহামন্ত্র সতত জপিব ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদি করি আগমন।
আদেশ করেন মোরে ত্যজিতে আসন
তথাপি তাঁদের আজ্ঞা কভু না পালিব।
হেরি বিভীষিকা মনে ভয় না করিব ॥
শুনি পূর্ণচন্দ্র হয়ে আনন্দে মগন।
অধোমুখে বৃক্ষমূলে করিলা শয়ন ॥
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তার বস্ত্রাঞ্চলে ছিল।
বিদ্ধ করি গলদেশে পরাণ ত্যজিল ॥
কিন্তু সর্ব্বানন্দ তাহা বুঝিতে নারিলা।
পৃষ্ঠোপরি বসি মন্ত্র জপিতে লাগিলা ॥
শ্মশানস্থ ভূত প্রেত পিশাচাদিগণ ;
করিতে লাগিলা তাঁরে ভয় প্রদর্শন ॥
ভীষণ ত্রিশূল করে করিয়া ধারণ।
ভৈরব বেতাল আদি করিছে ভ্রমণ ॥
ভীষণ ভূজঙ্গ কভু করিয়া গর্জ্জন।
উদ্যত হয়েছে তাঁরে করিতে দংশন ॥
কভু ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ভীম জন্তুগণ।
গর্জ্জন করিয়া ধায় করিতে ভক্ষণ ॥

নানাবিধ বিভীষিকা করিয়া দর্শন।
সর্ব্বানন্দ কিছুমাত্র ভীত নাহি হন॥
নির্ভয় হৃদয়ে মন্ত্র জপিতে লাগিলা।
বহুক্ষণ পরে মাতা সদয়া হইলা॥
সম্মুখে আসিয়া মাতা কহিলা তখন।
বলহ কি বর বাছা করিবে গ্রহণ॥
সর্ব্বানন্দ বলে তুমি শুন গো জননি।
পূর্ণে দাদা জানে তাহা, আমি নাহি জানি॥
জননী বলেন পূর্ণচন্দ্র এবে মৃত।
জীবনবিহীন সে যে শবে পরিণত॥
শুনি সর্ব্বানন্দ তারে ডাকিতে লাগিলা।
উত্তর না পেয়ে হায় কাঁদিয়া উঠিলা॥
ভক্তের ক্রন্দন হেরি ভক্ত-বৎসলা।
সেই ক্ষণে শব দেহে প্রাণ দান দিলা॥
প্রাণ পেয়ে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়া বসিল।
যোড়করে জননীর স্তব আরম্ভিল॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী কহেন তখন।
মনোমত বর দোঁহে করহ গ্রহণ॥
পূর্ণ বলে শ্রীচরণ করি দরশন।
সার্থক হইল মাগো মানব জীবন॥
দেবতা দুর্লভ পদ দর্শন যে করে।
কি অভাব আছে তার বিশ্ব চরাচরে॥

অজ্ঞান সর্ব্বারে সবে করে অপমান।
আদ্যা মহাবিদ্যা তারে কর বিদ্যা দান॥
দেবী কন্ বহু বিদ্যা কৈনু তারে দান।
বিদ্বান কে আছে মোর ভক্তের সমান॥
মিথ্যা নাহি হয় কভু ভক্তের বচন।
পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রে কর দরশন॥
উপহাস কৈলা রাজসভাসদ্গণ।
পূর্ণচন্দ্র হেরি হবে বিস্ময়ে মগন॥
আকাশেতে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র হেরি।
কহিতে লাগিলা তবে কর যোড় করি॥
তোমার অসাধ্য কিবা আছে গো জননী।
কটাক্ষেতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী॥
ব্রহ্মময়ী কে বুঝিতে পারে তব লীলা।
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে সদা কর কত খেলা॥
কৃতাঞ্জলি পুটে দোঁহে এই ভিক্ষা চাই।
ইচ্ছা মত যেন তব দরশন পাই॥
"তথাস্তু" বলিয়া দেবী অন্তর্ধান হৈলা।
সানন্দেতে দুইজনে গৃহেতে ফিরিলা॥
যে স্থানেতে দুইজনে হেরিলা মাতারে।
অদ্যাপি সে বটবৃক্ষ বিরাজে মেহারে॥

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়।

বিরূপাক্ষ গোস্বামী।

(রাজা ভুবনেশ্বরের বৃত্তান্ত)

রাঢ় রাজ্যে ছিলা রাজা শ্রীভুবন রায়।
নবাব সদনে "সাহাজাদ" আখ্যা পায়॥
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন ভূপতি।
হয়েছিল তাঁর রাজ্য সুবিস্তৃত অতি॥
উত্তর সীমানা প্রান্তে নদী সে অজয়।
দক্ষিণ সীমানা প্রান্তে দামোদর রয়॥
পূর্ব্ব সীমানার প্রান্তে গড় মানকর।
পশ্চিম সীমানা প্রান্তে নদ বরাকর॥
আড়রা * নগরে তাঁর ছিল রাজধানী।
লোকমুখে খ্যাত তাঁর বিচিত্র জীবনী॥
দীন হীন দ্বিজ বংশে জন্মিয়া সে জন।
বনপ্রান্তে এক দিন করে গোচারণ॥
সহসা সে দিন তথা করে দরশন।
বৃক্ষমূলে যোগাসনে যোগী একজন॥

---

* আড়রা—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। ই, আই, রেলওয়ের রাজবাঁধ ষ্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল উত্তর। যে স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল, কালক্রমে তাহা গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বনপ্রান্তে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "রাঢ়েশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

ভীষণ ভৈরব সম হেরি সে মূরতি।
চরণ যুগলে তাঁর করিলা প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ করি যোগী মধুর বচনে।
বসিতে করেন আজ্ঞা তাঁরে সেইস্থানে
অদূরে ভুবন রায় বসি যোড়করে ;
পুলকিত হন অতি হেরি যোগীবরে ॥
ক্ষণকাল পরে তাঁরে কহেন সন্ন্যাসী।
গত কল্য আমি করেছিনু একাদশী ॥
হয়ে আছি উপবাসী আমি সে কারণ।
ফল মূল আন কিছু করিব পারণ ॥
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল।
রায় বলে বন মধ্যে নাহি কোন ফল ॥
যোগী বলে পরিপক্ক তাল ওই হের।
আমারে আনিয়া তাহা দেহ রে সত্বর ॥
সু উচ্চ বৃক্ষেতে তাল দরশন করি।
ত্বরায় উঠিলা রায় তাল বৃক্ষোপরি ॥
ভীষণ ভুজঙ্গ এক করিয়া গর্জ্জন।
উদ্যত হইল তাঁরে করিতে দংশন ॥
ভুজঙ্গের ফণা রায় ধরি দৃঢ় করে।
ছেদন করিলা তারে তালবৃন্ত-ধারে ॥
অতঃপর দুটী তাল সন্ন্যাসী গোচরে।
আনিয়া দিলেন রায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥

বালকের সাহস হেরিয়া যোগীবর।
হইলেন অতিশয় হরিব অন্তর ॥
সানন্দ অন্তরে যোগী কহিলা তাঁহারে।
মহামন্ত্র দান আজি করিব তোমারে ॥
তাহাতে হইবে তব পরম কল্যাণ।
শুন হে রাখাল তুমি বড় ভাগ্যবান ॥
রায় বলে আমি প্রভু জাতিতে ব্রাহ্মণ।
দীন হীন সে কারণে করি গোচারণ ॥
শুনি যোগীবর অতি পুলকিত হৈলা।
শুভক্ষণে সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিলা ॥
সাধনার উপদেশ করি তারে দান।
প্রস্থান করেন যোগী ত্যজিয়া সে স্থান ॥
সন্ন্যাসীর উপদেশে যাইয়া শ্মশানে।
হইলেন সিদ্ধ রায় নায়িকা সাধনে ॥
দেবীর কৃপায় রায় লভিলেন বর।
রাঢ় রাজ্যে রাজা হন কিছু দিন পর ॥

(রাজা ভুবনেশ্বরের কর্ত্তৃক বিরূপাক্ষ গোস্বামীর সিদ্ধোপায় কথন)

রায়ের সিদ্ধির কথা কহে সর্ব্বজনে।
অসংখ্য সাধক আসে তাঁর সন্নিধানে ॥

গোস্বামী ছিলেন এক জেলা বীরভূমে।
পরম সাধক তিনি বিরূপাক্ষ নামে॥
শক্তি সাধনার নানা অনুষ্ঠান কৈলা।
কিন্তু দৈববশে তিনি সিদ্ধি না লভিলা॥
রায়ের সিদ্ধির কথা করিয়া শ্রবণ।
আড়রা নগরে আসি উপনীত হন॥
তাঁহারে হেরিয়া রায় পুলকিত অতি।
ভক্তি ভরে গোস্বামীরে করিলা প্রণতি॥
নির্জ্জনে যাইয়া দোঁহে কিছুক্ষণ পরে।
কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসেন পরস্পরে॥
রায় বলে কি কারণে তব আগমন।
গোস্বামী বলেন আমি করিনু শ্রবণ॥
সিদ্ধ হইয়াছ তুমি কহে সর্ব্বজনে।
করিলে হে সিদ্ধিলাভ বল কি সাধনে॥
কোন্ অনুষ্ঠান করি শব সাধনার।
লভিলে করুণা তুমি সেই শ্যামা মা'র॥
রায় বলে গুপ্ত কথা কহিব কেমনে।
সিদ্ধি হানি হবে তায় ভয় হয় মনে॥
গোস্বামী বলেন তবে শুন নৃপমণি।
সাধকে কহিলে নাহি হয় সিদ্ধি হানি॥
রায় হলে সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা গুরুদেবে।
ভক্তি ভাবে পূজি মম আশা পূর্ণ এবে॥

দর্শন করাও মা'কে কহেন গোস্বামী।
রায় বলে অবশ্যই পারি তাহা আমি॥
গোস্বামী বলেন তুমি ধন্য হে রাজন্।
ধন্য তব মন্ত্রদাতা গুরু যেই জন॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
দর্শন করিলে তাঁয় গুরুর কৃপায়॥
অতিশয় হীন মতি আমি অভাজন।
না লভিনু গুরু কৃপা শুন হে রাজন॥
করিনু অসংখ্য জপ বহু পীঠস্থানে।
নানা অনুষ্ঠান কৈনু শ্মশান সাধনে॥
লভিনু দর্শন তব আজি শুভক্ষণে।
মম শুভ দশা বুঝি হৈল এতদিনে॥
কঠোর সাধনা করি না লভিনু যাঁরে।
দয়া করি আজি তুমি দেখাইবে তাঁরে॥
রায় বলে মম বাক্য শুন হে গোস্বামী।
অদ্য রজনীতে মাকে দেখাইব আমি॥
স্নান ভোজনাদি করি করহ বিশ্রাম।
অদ্য রজনীতে হবে পূর্ণ মনস্কাম॥
গোপনেতে যামিনীর অর্দ্ধ যাম গতে।
যাবেন আপনি মম আহ্নিক গৃহেতে॥
এতেক বলিয়া রায় ত্যজিয়া আসন।
অন্দর মহলে ত্বরা করেন গমন॥

অতঃপর সন্ধ্যাকালে আহ্নিকের ঘরে।
যাইয়া বসিলা রায় সানন্দ অন্তরে॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি করি বসি যোগাসনে।
নায়িকার ধ্যান রায় করে একমনে॥
এখানেতে বিরূপাক্ষ নিজ বাসা-ঘরে।
সন্ধ্যা জপ আদি করি সানন্দ অন্তরে॥
শুভক্ষণে যামিনীর অর্দ্ধ যাম গতে।
উপনীত হইলেন আহ্নিক গৃহেতে॥
প্রণমি তাঁহারে রায় আনন্দিত চিতে।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন দিলা দ্বারেতে বসিতে॥
সানন্দে গোস্বামী তবে বসিলেন দ্বারে।
যোগাসনে বসি রায় ডাকে নায়িকারে॥
স্তব স্তুতি করি রায় কহেন তখন।
দয়া করি বিরূপাক্ষে দাও দরশন॥
হেন কালে দৈব বাণী হয় সেই স্থানে।
কেমনে যাইব রাজা তব সন্নিধানে॥
শিব রূপী বিরূপাক্ষ দ্বারেতে বসিয়া।
যাইতে না পারি আমি তাঁহারে লঙ্ঘিয়া॥
রায় বলে বিহর মা হর হৃদি পরি।
তবে কেন এত ভয় বিরূপাক্ষে হেরি॥
মাতা কন নহি আমি শঙ্কর-মহিষী।
প্রধান নায়িকা আমি তাঁর সেবাদাসী॥

শুনিয়া তখন রায়ে কহেন গোস্বামী।
নায়িকা সাধনে সিদ্ধ হইয়াছ তুমি॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে নাহি পান ধ্যানে।
শব রূপে আছে শিব যাঁর শ্রীচরণে॥
তাঁর শ্রীচরণ আমি করিতে দর্শন।
তব পাশে আমি রায় কৈনু আগমন॥
নায়িকা সাধনে সিদ্ধ হইলে রাজন।
হলো না দর্শন মম অম্বিকা চরণ॥
যে আশায় আমি হায় আইনু তব পাশে।
না হইল পূর্ণ তাহা মম ভাগ্য দোষে॥
রোষ ভরে রায় তবে কহে গোস্বামীরে।
অকারণে হেন বাক্য কেন কহ মোরে॥
রাজত্ব লভেছি আমি সেবিয়া নায়িকা।
পুনশ্চ তাঁহার বরে পাইব অম্বিকা॥
তত্ত্ব কথা হে গোস্বামী করহ শ্রবণ।
গোপিকা সেবিলে মিলে শ্রীহরি চরণ॥
ভক্তেরে সেবিলে মিলে প্রভু নারায়ণে।
তুলসী লভিলা রামে পিশাচ সাধনে॥
ইহা শুনি বিরূপাক্ষ সানন্দ অন্তরে।
নায়িকা মাতার স্তব করে ভক্তি ভরে॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে মাতা দিলা দরশন।
বল্লেন তাঁহারে বর করিতে গ্রহণ॥

গোস্বামী বলেন নাহি চাহি অন্য বর।
কাতরে প্রার্থনা করি তোমার গোচর ॥
যখন যাইবে তুমি ফিরিয়া কৈলাসে।
জিজ্ঞাসিবে মম কথা শঙ্করী সকাশে ॥
কি কারণে দয়া মোরে না করে জননী।
দয়া করে জিজ্ঞাসিবে তাঁরে এই বাণী ॥
কি উত্তর দেন তায় পাষাণী শঙ্করী।
বলিয়া যাইবে মোরে তাহা দয়া করি ॥
নায়িকা বলেন তবে শুন হে গোস্বামী।
অবশ্য সে কার্য্য তব করিব হে আমি ॥
এতেক বলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
উপনীত হন আসি মার সন্নিধান ॥

(দেবী কর্ত্তৃক বিরূপাক্ষের মন্ত্র সংশোধন
ও গুরু-ভক্তি বলে বিরূপাক্ষের
সিদ্ধিলাভ)

নায়িকা সত্বর গিয়া মা'র সন্নিধানে।
প্রণাম করিয়া তাঁর যুগল চরণে ॥
সকাতরে যোড় করে কহিলা তখন।
শুন গো জননি এক মম নিবেদন ॥
মর্ত্ত্যভূমে বিরূপাক্ষ ভক্ত চূড়ামণি।
কি কারণে দয়া তাঁরে না কর জননী ॥

জননী বলেন দাসি কি কহিব তোরে !
বিরূপাক্ষ সম ভক্ত নাহি ত্রিসংসারে ॥
দাসী বলে কি কারণে নাহি কর দয়া।
বীজ মন্ত্র ভুল তাঁর কন্ মহামায়া ॥
বারেক সে সিদ্ধ মন্ত্র যদি যপ করে।
বিশুদ্ধ মন্ত্রের গুণে লভিবে আমারে ॥
দাসী বলে সিদ্ধ মন্ত্র কেবা দিবে তাঁরে।
দয়া করি দয়াময়ি বলহ আমারে ॥
জননী বলেন দাসী করহ শ্রবণ।
ত্বরা করি বিল্বপত্র কর আনয়ন ॥
এত শুনি বিল্বপত্র আনিলা নায়িকা।
স্বহস্তে তাহাতে মন্ত্র লিখিয়া অম্বিকা ॥
দাসীর করেতে দিয়া কহেন তখন।
বিরূপাক্ষ পাশে তুমি করহ গমন ॥
লইয়া লিখিত মন্ত্র নায়িকা তখন।
বিরূপাক্ষ সন্নিধানে দিলা দরশন ॥
সাধকপ্রবর বিরূপাক্ষ সে সময়।
শবাসনে শ্মশানেতে জপে মগ্ন রয় ॥
হেরিয়া গোস্বামী তথা নায়িকা মাতারে।
সানন্দেতে প্রণমিলা ভক্তিভরে তাঁরে ॥
সানন্দে নায়িকা তবে কহে গোস্বামীরে।
সুপ্রসন্না জগদম্বা তোমার উপরে ॥

গোস্বামী বলেন মোরে কহ গো জননী
কি কারণে দরশন নাহি দেন তিনি ॥
নায়িকা বলেন তুমি করহ শ্রবণ।
যে কারণে তুমি তাঁর না পাও দর্শন ॥
দিয়াছে অশুদ্ধ মন্ত্র তব কর্ণধার।
সিদ্ধ মন্ত্র বিনা দেখা নাহি পাবে তাঁর ॥
স্বকরে লিখিয়া মন্ত্র তোমার সযতনে।
পাঠান জননী তব সিদ্ধির কারণে ॥
লইয়া লিখিত মন্ত্র অতি সমনে।
অষ্টোত্তর শত বার জপ একমনে ॥
জপ শেষে পাবে তুমি মাতার দর্শন।
ক্রোধেতে গোস্বামী তাঁরে কহেন তখন।
নাহি চাহি সিদ্ধ মন্ত্র নাহি চাহি তারে।
হেন কটু বাক্য পুনঃ নাহি কহ মোরে ॥
ঘৃণা ভরে বিল্বপত্র নিক্ষেপিয়া দূরে।
পুনরায় নায়িকারে কন্ ক্রোধভরে ॥
দিয়াছেন শুদ্ধ মন্ত্র মোর মন্ত্রদাতা।
অশুদ্ধ সে মন্ত্র যদি বলিলেন মাতা ॥
কহ গিয়া তাঁর পাশে করিয়া গমন।
নাহি চাহি করিবারে তাঁরে দরশন ॥
যে মন্ত্র দিলেন গুরু করুণা করিয়া।
না জপিব অন্য কিছু সে মন্ত্র ত্যজিয়া ॥

জপিব সে গুরু মন্ত্র করিয়া যতন।
না ত্যজিব আমি তাহা থাকিতে জীবন ॥
হবে না আসিতে তাঁরে মম সন্নিধানে।
পূজিব সে গুরুদেবে সদা একমনে ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
ব্রহ্মাণ্ডেতে কেবা আছে গুরুর উপর ॥
পরমাত্মা রূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে।
বিরাজেন গুরুদেব বিশ্ব চরাচরে ॥
ব্রহ্মাণ্ড রহিছে গাঁথা গুরুর চরণে।
কহ মাতা মন্ত্র তাঁর ত্যজিবে কেমনে ॥
সাধন প্রণালী মম শুন গো জননী।
তন্ত্র মোর শ্রীগুরুর উপদেশ বাণী ॥
যন্ত্র মোর শ্রীগুরুর অভয় চরণ!
মন্ত্র মোর গুরুদেব জপি অনুক্ষণ ॥
সঞ্চালিব গুরু বাণ বসি বীরাসনে।
জয় গুরু বলি আজ পশিয়াছি রণে ॥
ভক্তি যদি থাকে মোর শ্রীগুরু চরণে।
থাকয়ে বিশ্বাস যদি তাঁহার চরণে ॥
জপি যদি মন্ত্র তাঁর আমি এক মনে ॥
অবশ্য হইব জয়ী এ ভীষণ রণে ॥
সাধন সময়ে বিঘ্ন কর কি কারণ।
এ স্থান ত্যজিয়া কর স্ব স্থানে গমন ॥

এত বলি বিরূপাক্ষ জপ আরম্ভিল।
কৈলাসেতে জননীর আসন টলিল॥
যুক্ত করে জয়া তবে কহে সকাতরে।
আসন টলিল কেন কহ মাতা মোরে॥
জননী বলেন জয়া করহ শ্রবণ।
যে কারণে অকস্মাৎ টলিল আসন॥
স্মরণ করিছে মোরে আজি মর্ত্তভূমে।
ভক্ত চূড়ামণি এক বিরূপাক্ষ নামে॥
ভক্তের কারণে হয় মন উচাটন।
করিব তাহার আজি বাসনা পূরণ॥
জয়া বলে শুদ্ধ মন্ত্র না নিল সে জন।
আসন টলিল মাতা তবে কি কারণ ?
সহাস্যে জয়ারে তবে কহেন পার্ব্বতী।
অসীম ভকতি তাঁর আছে গুরু প্রতি॥
গুরুরে মানিল সেই মোরে তুচ্ছ করি।
এ কারণে আমি আর স্থিরিতে না পারি॥
নিষ্ঠা যাঁর গুরু প্রতি আছে সদা মনে।
অসাধ্য কি আছে জয়া তাঁর ত্রিভুবনে ?
ইষ্টদেব, বীজমন্ত্র আর গুরুদেবে।
এই তিনে যেই জন মনে ভিন্ন ভাবে॥
গুরুরে মনুষ্য বলি যেবা করে জ্ঞান।
শালগ্রামে ভাবে যেবা শিলার সমান॥

নদী জল সম যেবা ভাবে গঙ্গোদকে।
যে জন অক্ষরে জ্ঞান করয়ে মন্ত্রকে ॥
বিষ্ণু শিব আর মোরে ভিন্ন করে জ্ঞান।
নরাধম কেবা আছে তাহার সমান ॥
অতিশয় হীন মতি সেই নরগণ।
ভীষণ নরক কুণ্ডে হয় নিমগণ ॥
গুরুর কৃপায় যাঁর হয় তত্ত্বজ্ঞান।
জীবন্মুক্ত সেই জন অতি ভাগ্যবান ॥
এত বলি সিংহ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
বিরূপাক্ষ পাশে মাতা দিল দরশন ॥
হেরিয়া গোস্বামী মারে করেন প্রণতি।
প্রেম ভরে হইলেন পুলকিত অতি ॥
দেবী কন্ শুন বৎস আমার বচন।
স্বইচ্ছায় বর তুমি করহ গ্রহণ ॥
পুলকে গোস্বামী মা'রে কহেন তখন।
না চাহি জননী আমি ছার রাজ্য ধন ॥
পূরণ হয়েছে আজি মনের বাসনা।
তব রাঙ্গা পাদ-পদ্ম হেরি শবাসনা ॥
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা গুরুদেবের কৃপায়।
স্বার্থক জনম মম হইলা ধরায় ॥
শঙ্কর পূজিত পদ দেবতা দুর্লভ।
গুরুর কৃপায় আজি হয়েছে সুলভ ॥

তোমার আদেশে যদি নিতে হয় বর।
সকাতরে ভিক্ষা করে তোমার কিঙ্কর ॥
শ্মশানেতে শিলা ওই কর দরশন।
এই শিলা-খণ্ড হবে জপের আসন ॥
যে দিন যে স্থানে আমি করিব গমন।
এই শিলা-সন মম করিবে বহন ॥
করি মম গুরু নিন্দা দারুণ বেদনা।
দিয়াছ আমার প্রাণে তুমি শবাসনা ॥
দণ্ড ভোগ কর তুমি বহি শিলাসন।
"তথাস্তু" বলিয়ে মাতা করেন গমন ॥
রক্ষিতে ভক্তের মান ভকত-বৎসলা।
বহুদিন বহন করেন সেই শিলা ॥
পালন করিতে মরি ভক্তের আদেশ।
বঙ্কিম হইলা হায় মার কটিদেশ ॥
সর্ব্বশক্তি দাত্রী স্বয়ং আত্মশক্তি যিনি।
প্রস্তর বহনে হন্ শক্তিহীনা তিনি ॥
মায়ের রহস্য লীলা কে বুঝিতে পারে।
করেছেন কত ক্রীড়া বিশ্ব চরাচরে ॥
শ্রীভুবন রায়ে মাতা স্বপন বিতরি।
লওয়াইলা সেই শীলা-সন ছল করি ॥
শিলা-খণ্ড লভি রায় রাঢ়েশ্বর নামে।
নির্ম্মাণ করান শিবলিঙ্গ নিজ ধামে ॥

কবীন্দ্র নামেতে বিরূপাক্ষের নন্দন।
সাধন বলেতে তিনি শিব তুল্য হন॥
অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর কহে সর্ব্বজন।
যাঁর বরে নন্দিনীটি হইলা নন্দন॥
ছলেতে লইলা রাজা পিতৃ-জপাসন।
একথা কবীন্দ্র যবে করেন শ্রবণ॥
রাজারে দিলেন শাপ অতি ক্রোধ ভরে।
রাজ্য নষ্ট হবে রায় তোমার অচিরে॥
মিথ্যা নাহি হয় কভু সাধক বচন।
ত্বরায় হারায় রায় নিজ রাজ্যধন॥
খণ্ডিতে না পারে হায় কেহ বিধি-লিপি।
রাঢ়েশ্বর শিব লিঙ্গ বিরাজে অদ্যাপি॥
কবীন্দ্র গোস্বামী সাধকের চূড়ামণি।
বর্ণিতে তাঁহার গুণ অক্ষম লেখনী॥
বর্দ্ধমান অন্তর্গত কেন্দুলা * গ্রামেতে।
আসিয়া বসতি তিনি কৈলা সানন্দেতে॥
মহিষমর্দ্দিনী তথা করিয়া স্থাপন।
বহু শব মুণ্ডোপরি কৈলা জপাসন॥
অদ্যাপি বিরাজে তথা তাঁর সিদ্ধাসন।
সে আসনে বসিতে না পারে কোন জন॥

* কেন্দুলা—ই, আই, রেলওয়ের দুর্গাপুর অথবা ওয়ারিয়া ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরাংশে প্রায় ১০।১১ মাইল যাইতে হয়।

ঘনশ্যাম গোস্বামী।

(গোস্বামীর মাহাত্ম্য)

বৰ্দ্ধমান অন্তর্গত কোঁদা-পাঠ গ্রামে।
গোস্বামী ছিলেন এক ঘনশ্যাম নামে ॥
কাষ্ঠের পাদুকা তিনি ধারণ করিয়া।
অজয় নদীর জলে যেতেন চলিয়া ॥
প্রকৃত অদ্বৈতবাদী ছিলেন গোস্বামী।
অপার মহিমা তাঁর কি বর্ণিব আমি ॥
শ্যামা শ্যাম পূজি এক মন্দির ভিতর।
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা সাধকপ্রবর ॥
শাক্তে বলিদান করে নাচে নাড়াগণ।
ঘনশ্যাম পাটে এই অদ্ভুত ঘটন ॥
করিতেন যোগবলে অসাধ্য সাধন।
অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর কহে সর্ব্বজন ॥
সিদ্ধ ছিল একজন খুসটিকুরী গ্রামে।
জাতিতে যবন তিনি খনকার নামে ॥
একদা শার্দ্দুলে তিনি করি আরোহণ।
ঘনশ্যাম দরশনে করিলা গমন ॥
সে সময় ঘনশ্যাম সাধক প্রবর ;
ছিলেন বসিয়া ভগ্ন প্রাচীর উপর ॥

যোগ বলে জানিয়া গোস্বামী নিজ মনে।
আসিতেছে খন্‌কার শার্দ্দূল বাহনে॥
গোস্বামী তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবারে।
গমন করিতে আজ্ঞা করেন প্রাচীরে॥
গোস্বামীর অনুমতি করিয়া শ্রবণ।
পবন গমনে ভিত্তি করিলা গমন॥
সাহেব আসিলা যবে অজয়ের ধারে।
মিলিলা গোস্বামী তাঁর সহ পরপারে॥
খন্‌কার হেরি সেই বিচিত্র ব্যাপার।
সেলাম করেন তাঁরে শত শত বার॥
গোস্বামী সেলাম করি সাহেবে সাদরে।
সানন্দে লইতে চান আপনার ঘরে॥
খন্‌কার গমন না করি কেঁন্দা গ্রামে
ঘনশ্যামে লয়ে যান আপনার ধামে॥
সেখানেতে সাহেবের ভৃত্য একজন।
ব্যস্ত হয়ে আনি দিলা বিচিত্র আসন॥
সাহেব অগ্রেতে বসি তাহার উপরে।
বসিবারে অনুরোধ করে গোস্বামীরে॥
গোস্বামী তখন ভাবিলেন নিজ মনে।
একাসনে তাঁর সনে বসিব কেমনে॥
রোষ নেত্রে আসনে করিলা নিরীক্ষণ।
দ্বিখণ্ডে বিভক্ত তবে হইলা আসন॥

গোস্বামী তখন গিয়া বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইলা তাহা হেরি সর্ব্বজনে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করে স্তব স্তুতি।
ঘন ঘন ঘনশ্যামে করিলা প্রণতি॥
তুষ্ট হয়ে নিজালয়ে যান মহামতি।
পরম বিচিত্র ঘনশ্যামের ভারতী॥
একদিন ঘনশ্যাম দন্ত ধৌত ক'রে।
রোপিলেন দন্ত কাষ্ঠ মৃত্তিকা উপরে॥
কহিলেন তুমি কভু শুষ্ক নাহি হ'বে।
আমার বরেতে বড় বৃক্ষ হয়ে যাবে॥
ছায়া বিস্তারিয়া তুমি এস্থলে থাকিবে।
হইবে পুষ্পিত কিন্তু ফল না ধরিবে॥
গোস্বামী আজ্ঞায় বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইল।
অদ্যাপি পুষ্পিত হয়ে, ফল না ধরিল॥

(রাজা মাধব রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ঘনশ্যাম গোস্বামীর নিন্দা এবং গোস্বামীর অভিশাপে চৌধুরীর রাজ্য নষ্ট)

কিছুদিন পরে সেই সিদ্ধ ঘনশ্যাম।
আগমন করিলেন কুমারডিহী গ্রাম॥
বর্দ্ধমান অন্তর্গত সুবিখ্যাত ধাম।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুমারডিহী গ্রাম॥

মাধব চৌধুরী রাজা ছিলেন তথায়।
তাঁহার রাজ্যতে ছিল লক্ষাধিক আয় ॥
নিজালয়ে গোস্বামীরে করি দরশন।
মাধব চৌধুরী অতি পুলকিত হন ॥
সযত্নেতে বহুদিন অতি সমাদরে।
আপন ভবনে রাখিলেন গোস্বামীরে ॥
একদিন হায় কোন জ্ঞানহীন জনে।
কহিলা গোস্বামী নিন্দা রাজ সন্নিধানে ॥
সেই বুদ্ধিহীন নর কহিলা রাজারে।
তোমার গোস্বামী প্রভু সুরা পান করে ॥
শৌণ্ডিক আলয়ে ভণ্ড গোস্বামীর চেলা।
সুরা ভাণ্ড আনে গিয়া নিত্য সন্ধ্যা বেলা ॥
স্বচক্ষেতে বহুদিন কৈনু দরশন।
সত্য সত্য সুরা পান করেন সে জন ॥
এরূপ ঘৃণিত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধে প্রজ্বলিত হৈলা মাধবের মন ॥
গোস্বামী নিকটে রায় আসিয়া ত্বরায়।
কহিলেন প্রভু আজি একি শুনা যায় ॥
গোস্বামী কহেন কি শুনিলে নৃপমণি।
রায় বলে সুরা পান করেন আপনি ॥
স্বামী বলে সুরা পান না করি রাজন।
দুগ্ধ এনে দেয় মোরে মোর চেলাগণ ॥

গোস্বামীর বাক্যে রাজা করিয়া প্রত্যয়।
সে দিবস অন্য আর কিছু নাহি কয় ॥
পর দিন ভাণ্ড যবে লয়ে যায় চেলা।
সুরাসহ ভাণ্ড রায় ধরিয়া ফেলিলা ॥
ভাণ্ড হস্তে রায় গিয়া গোস্বামী গোচরে।
ক্রোধ ভরে কহিলেন কটু বাক্য তাঁরে ॥
গোস্বামী বলেন কেন কহ কটু কথা।
মম বাক্য কভু নাহি হইবে অন্যথা ॥
ভাণ্ডে সুরা নাহি রাজা দুগ্ধ আছে তায়।
দুগ্ধ পূর্ণ ভাণ্ড হেরি মুগ্ধ হৈলা রায় ॥
গোস্বামী বলেন তবে শুনহে রাজন।
সাঁজা দিয়া এই দুগ্ধে করহ রক্ষণ ॥
সাঁজা দিয়া রাখ যদি অদ্য রজনীতে।
হইবে উত্তম দধি কল্যকার প্রাতে ॥
মথনি লইয়া দধি যতনে মথিবে।
উত্তম নবনী তাহে অবশ্য উঠিবে ॥
অগ্নির উত্তাপে দ্রব করি সে নবনী।
সে[illegible] সদ্য ঘৃত মোরে দিবে নৃপমণি ॥
গো[illegible]মী মাধব রায়ে যেরূপ কহিল
সভ[illegible] অন্তরে রায় তাহাই করিলা
পর [illegible] সেই ঘৃত লয়ে নিজ করে।
মাধব চৌধুরী আনি দিলা গোস্বামীরে ॥

গোস্বামী বলেন তবে শুন হে রাজন।
যজ্ঞ কাষ্ঠ ত্বরা কিছু কর আহরণ॥
আহ্নিক সমাধা করি যজ্ঞ আরম্ভিব।
পূর্ণাহুতি দিয়ে পরে ভোজন করিব॥
এত শুনি কুক্ষণেতে শ্রীমাধব রায়।
যজ্ঞ কাষ্ঠ সেই স্থানে আনিলা ত্বরায়॥
যজ্ঞ আরম্ভিয়া তাঁরে কহিলা গোস্বামী।
ওহে রায় রাজপদ যোগ্য নহ তুমি॥
করিলাম এই যজ্ঞ তোমার কারণে।
যজ্ঞ শেষে পূর্ণাহুতি দিব হে এক্ষণে॥
ত্বরা করি কহ মোরে ওরে হীনজ্ঞান।
নির্ভূম হইবে কিংবা হবে নিঃসন্তান॥
কাতরে মাধব রায় কহে গোস্বামীরে।
দয়া করি ক্ষমা কর অধম দাসেরে॥
গোস্বামী বলেন নাহি ক্ষমিব তোমায়।
অটল আমার বাক্য জান নাকি রায়॥
রায় বলে যদি নাহি ক্ষমিবে গোস্বামী।
নির্ব্বংশ না কর মোরে করহ নির্ভূমি॥
এত শুনি করি নিজ ইষ্টদেবে স্তুতি।
তথাস্তু বলিয়ে স্বামী দিলে পূর্ণাহুতি॥
অটল অব্যর্থ কিবা স্বামীর বচন।
ত্বরায় হারায় রায় নিজ রাজ্যধন॥

হায়রে মাধব রায় নিজ কর্ম্মদোষে।
নির্ভূম হইয়া বহু কষ্ট পায় শেষে ॥
বিরাজে অদ্যাপি হায় বংশাবলী তাঁর।
নির্ভূম হইয়া তারা করে হাহাকার ॥
সেই গোস্বামীর সাধনার সিদ্ধি স্থান।
অদ্যাপিও কোঁদা গ্রামে আছে বিদ্যমান।

১ম খণ্ড সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	
৯	৬	জয়া	জবা
১০	১৩	মন্ত্র	যন্ত্র
১২	৩	তোমার	তোমারে
১২	৯	করিলি	করিলে
১৫	১	অসি	অসি,
২৮	১৩	ভৈরব	ভৈরবী
৩৩	১	সূর্য্যের	সূর্য্যেরে
৩৪	১২	পাশে	পাশেতে
৩৬	৫	এসেচেত	এসেছেন
৩৮	১৫	মতি	মাতি
৪৩	১১	জনে	জন
৪৬	৫	সপেছিলে	সপেছিল
৪৬	১৮	মানবে	মানরে
৪৮	৪	শাস্তিতে	শান্তিতে
৫১	১৬	শাকম্বরী	শাকম্ভরী
৫১	১৭	শিমন্তিনী	সীমন্তিনী
৫৪	২	মহামন্ত্রে মহাতন্ত্র	মহাযন্ত্রে মহামন্ত্র
৫৪	৬	বাজিয়ে	বাজিছে
৫৫	৩	হর-ত্রিনয়না	হর-ত্রিনয়ন
৫৬	৭	দেবীগণ	দেবগণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬৩	(২)	হর × ই	হর + ই
৬৩	(২)	পরাকৃতি	পরাপ্রকৃতি
৬৩	(২)	পুরুষময়ী	পুরুষমায়ী
৭৩	১১	শ্রীচরণে	শ্রীচরণ
৭৩	১২	হল	হন
৭৪	৫	শোভিতেছে	শোভিছে
৭৬	৪৯	অক্কমালা	অক্ষমালা
৭৬	১৬	স্কপাকায়	ক্ষপাকর
৭৮	৩	নীলবস্ত্র	নীলকণ্ঠ
৭৯	১৪	বিরূশাক্ক	বিরূপাক্ষ
৮৩	১২	শিল্পকর	শিল্পকার
৮৩	১৩	সবে	যবে
১১২	২	দিবে	দিলে
১২৩	১৭	ভূবনেশ্বরের	ভুবনেশ্বর
১২৯	২	বরূপা[illegible]	বিরূপাক্ষ
১২৯	৫	যপ	জপ
১৩০	৭	তোমার সযতনে	অতীব যতনে
১৩০	৯	সমনে	সযতনে
১৩১	১০	ত্যজিবে	ত্যজিব
১৩৩	২	অক্ষরে	অক্ষর
১৩৪	২৮	করেছেন	করিছেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬২	১	রস সঙ্গে	রস রঙ্গে
৭২	১৯	মহাশ্মান	মহাশ্মশান